ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-261 ■ 1 July, 2025 ■ আগরতলা ১ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১৪ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কসবায় ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানকারী দল বাংলায়

নারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েও পশ্চিমবঙ্গে নারীরা সুরক্ষিত নন ঃ সাংসদ বিপ্লব

কলকাতা, ৩০ জুন।। কলকাতার কসবা এলাকায় এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে চার সদস্যের একটি তথ্য অনুসন্ধানী দল গঠন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডার নির্দেশে এই দল গঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরের মধ্যেই দলটি কলকাতায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসন ঘটনাস্থলে যেতে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছে না। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী, তোপ দাগলেন বিপ্লব।

প্রসঙ্গত, বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানী দলে রয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যপাল সিং, মীনাক্ষী লেখী এবং রাজ্যসভার সাংসদ মননকুমার মিশ্র। কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান রাজ্য বিজেপি নেত্রী তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।

কলকাতায় পা রেখেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, আমরা মুখ্যসচিবের কাছে সময় চেয়েছি, এখনও পর্যন্ত সম্মতি মেলেনি। কলেজে যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাথরস বা পহেলগাঁওয়ে টিম পাঠাতে পারেন, অথচ বিরোধী দলের প্রতিনিধি দল এলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী, তোপ দাগেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলায় মহিলারা সুরক্ষিত নন। যিনি আইন পড়ছেন, ভবিষ্যতে অন্যদের হয়ে লড়বেন, তাঁর সঙ্গেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এটাই প্রমাণ করে রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা নেই। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে এ ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক, উষ্মা প্রকাশ করেন বিপ্লব।

মীনাক্ষী লেখী বলেন, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে বার বার এমন ঘটনা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জরুরি অবস্থা নিয়ে মক পার্লামেন্ট

আগামী প্রজন্মকে কালো দিনগুলো সম্পর্কে অবগত করাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। জরুরি অবস্থা ছিল সংবিধান ও গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আক্রমণ। এই জরুরি অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ইতিহাস সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। ইমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য দায়ী দেশের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার। আজ আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ মহিলা মোর্চার উদ্যোগে জরুরি অবস্থার কালো দিন নিয়ে আয়োজিত মক পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত জরুরি অবস্থা ছিল একটি কালো অধ্যায়। আজ এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা ইতিহাস সম্পর্কে জানবেন এবং এবিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অনেক কিছুই ভুলে যায়। বিশেষ করে দুঃখের দিনগুলি। আর সবাই জানেন যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা আরোপ করেছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং ১০ মার্চ যখন ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন তিনি জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রাজ নারায়ণ এই ফলাফল মেনে নিতে পারেন নি এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে এবিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। সবাই এবিষয়গুলি জানেন। রাজ নারায়ণ বলেছেন যে সরকারের সহায়তায় এবং একজন গেজেটেড অফিসারকে নিয়োগ করে এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী। মূলত, এই দুই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিচারপতি জগমোহন লাল সিনহা ১৯৭২ সালের ১২ জুন এই নির্বাচনকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরবর্তী সময়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নাড়েন এবং সেখানে বিচারপতি কৃষ্ণা আইয়ার বলেছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন, তবে ভোট দেওয়া কিংবা কোনও সরকারি পদে থাকতে পারবেন না। পরে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে তলব করা হয়েছিল। যিনি একজন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ছিলেন এবং ইন্দিরা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে উগ্রবাদীদের অতর্কিত হামলা, মৃত চার

নিহত কুখ্যাত জঙ্গি নেতাও

চূড়াচাঁদপুর, ৩০ জুন ।। মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলার মঙজাং গ্রামে সোমবার দুপুরে উগ্রবাদীদের অতর্কিত হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন। ঘটনার পেছনে কুকি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির অন্তর্দন্দ্বের সম্ভাবনা উঠে আসছে বলে দাবি পুলিশের। মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ১টা থেকে ২টার মধ্যে একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে এই অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। গাড়িতে থাকা তিনজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়াও, এক ৬০ বছর বয়সী মহিলা ওই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিও গুলির আঘাতে গুরুতর জখম হন এবং পরে মারা গেছেন।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন/কুকি ন্যাশনাল আর্মি-র ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে পরিচিত থাংবই হাউকিপ ওরফে "থাফি"। এই সংগঠনটি কুকি জনজাতিভিত্তিক একটি প্রভাবশালী জঙ্গি গোষ্ঠীটির কুখ্যাতি রয়েছে। এই হামলার পিছনে ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মি-র হাত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ইউকেএনএ একটি ভিন্নমতাবলম্বী কুকি গোষ্ঠী যাদের সঙ্গে কেএনও/কেএনএ-র দীর্ঘদিনের শত্রুতা রয়েছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৫.৫৬ মিমি ক্যালিবারের একাধিক খালি গুলির খোল পেয়েছে। গাড়ির শরীরে বহু গুলির চিহ্ন দেখা গেছে, যা থেকে স্পষ্ট যে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। ঘটনার পর অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলেছে। চূড়াচাঁদপুর শহর থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে এই হামলা সংঘটিত হওয়ায় প্রশাসন ভিষণ চিন্তায় পড়েছে।

পুলিশি তদন্ত চলছে। এখনও পর্যন্ত কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। প্রতিশোধমূলক হামলার আশঙ্কায় গোটা এলাকায় মণিপুর প্রশাসন উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ কৈলাসহরবাসী। দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে বারংবার বলা সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি নেই। তাই বাধ্য হয়ে আজ সকালে টিলাবাজার-বাবুরবাজারে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন কৈলাসহরের উত্তরাঞ্চল এলাকায় এলাকার জনগণ। এদিকে, অবরোধ জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রীরা দূর্ভোগের শিকার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা এবং পুলিশ।

বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, বিগত কয়েক বছর ধরে কৈলাসহরের ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই, তিন এবং তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় দিনরাত লো ভোল্টেজ থাকার ফলে বাড়ি ঘরে বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ঘরে পড়াশোনা করতে পারছে না। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা অতিরিক্ত গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। অথচ, প্রতি মাসে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেড গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করছে। কিন্তু বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিক ভাবে দিচ্ছে না। গ্রামে প্রতিনিয়ত লো ভোল্টেজ থাকায় গ্রামে পাম্প মেশিন না চালানোর ফলে পানীয় জল পাচ্ছে না গ্রামবাসীরা। গ্রামে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার থাকলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রামে নিয়মিত ভাবে পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। গ্রামবাসীরা কয়েকবার লিখিত ভাবে এবং ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হোস্টেলের নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ জুন।। ছাত্রাবাসের নির্মাণকাজ বন্ধ থাকার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর মহারানীপুরে জনতা সড়ক অবরোধ করে। উত্তর মহারানিপুরে ছাত্রাবাস নির্মাণকাজে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অভিযোগে উত্তাল এলাকা। অভিযুক্ত বিজেপি নেতা, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা।

খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানাধীন উত্তর মহারানিপুরে সরকারি ছাত্রাবাস নির্মাণকাজে হামলা ও চাঁদাবাজির অভিযোগ ঘিরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শাসকদল বিজেপির খোয়াই জেলা জনজাতি মোর্চার সহ-সভাপতির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বেই এই হামলা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও প্রশাসনের নীরব ভূমিকার প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে পথ অবরোধে নামে উত্তেজিত এলাকাবাসী।

ঘটনাটি ঘটে ২১ জুন, দুপুর ২টা নাগাদ।

সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বলারাম কোবরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্মীয়মাণ 'এসটি গার্লস হোস্টেল'-এর কাজে নিয়োজিত ছিলেন নির্বাচিত ঠিকাদার বিক্রম দেববর্মা। অভিযোগ, কাজ শুরু করার কিছুক্ষণ পরই দুই ব্যক্তি সীতেশ দেববর্মা এবং প্রণজিত দেববর্মা ওরফে প্রনয় নির্মাণস্থলে এসে রড ও ছুরি দেখিয়ে শ্রমিকদের ভয় দেখায়, চাঁদা দাবি করে এবং কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলে তাদের উপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত হন কয়েকজন শ্রমিক। ঘটনার পর অভিযুক্তরা এলাকা ছাড়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। এই অবস্থায়, ঘটনার ৯ দিন পরেও প্রশাসনের নীরবতা ও কারত নিষ্ক্রিয়তা ঘিরে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সোমবার সকাল থেকেই উত্তরের মহারানিপুরে প্রধান সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনে নামে সাধারণ মানুষ।

রাণীরবাজারে ৩৩ কেভি সাব স্টেশনের উদ্বোধন

সাত বছরে রাজ্যে নতুন গ্রাহক ৩.৩১ লক্ষ ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। সভ্যতার অগ্রগতিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা অপরিহার্য। মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা বিদ্যুৎ ছাড়া অচল। উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ প্রয়োজন। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এর যোগান নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। আজ রাণীরবাজারে নবনির্মিত ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সাব স্টেশনের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পর্যটন, খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সাব স্টেশনের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌছে দিতে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। নতুন এই সাব স্টেশন চালু হওয়ায় রাণীরবাজার ও সংলগ্ন এলাকার বিদ্যুৎ ভোক্তাগণ স্থিতিশীল ও

৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ১০.৩১ লক্ষ গ্রাহক

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবেন। এলাকাবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উন্নয়নে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় এই সাব স্টেশনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্প্রসারণে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এর পাশাপাশি ভোক্তাদেরও দায়িত্ব সময়মত বিদ্যুৎ এর বিল পরিশোধ করা। আলোচনায় তিনি পিএম সূর্যঘর যোজনার কথাও তুলে ধরেন।

মন্ত্রী জানান বিদ্যুৎ সাধারণত কয়লা, গ্যাস, জল, বায়ু ও সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। আমাদের রাজ্যে গ্যাস থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। কিন্তু বর্তমানে গ্যাস ও কয়লার পরিমাণ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভাড়া বাড়ছে রেলের কার্যকর আজ থেকে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ।। ভাড়া বাড়ছে রেলের। যাত্রীবাহী ট্রেনের টিকিটের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করল ভারতীয় রেল মন্ত্রক। আগামী ১ জুলাই থেকে নতুন এই ভাড়া কার্যকর হবে। যাত্রী পরিষেবা আরও সহজ করতে এবং রেলের আর্থিক স্থায়িত্ব বাড়াতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনফারেন্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আপডেট করা যাত্রী ভাড়ার তালিকার ভিত্তিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে রেল মন্ত্রক।

শহরতলির ট্রেনের একক ভ্রমণের ভাড়া বা সিজন টিকিটের মূল্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে সাধারণ নন-এসি ক্লাস, মেইল/এক্সপ্রেস ট্রেন এবং এসি ক্লাসের ভাড়ায় কিলোমিটারে আধা পয়সা থেকে দুই পয়সা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের ক্ষেত্রে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিটে কোনো ভাড়া বাড়ানো হয়নি, কিন্তু এর বেশি দূরত্বের জন্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দলের অভ্যন্তরেও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বিজেপি জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ত্রিপুরায় অগণতান্ত্রিক এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে। বিজেপি জনগণের পাশাপাশি নিজ দলের অভ্যন্তরেও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। প্রতিনিয়ত রাজ্যে গণতন্ত্রের জবাই হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার বিতর্ক

বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজারের সঙ্গে বিধায়কের সাক্ষাৎ

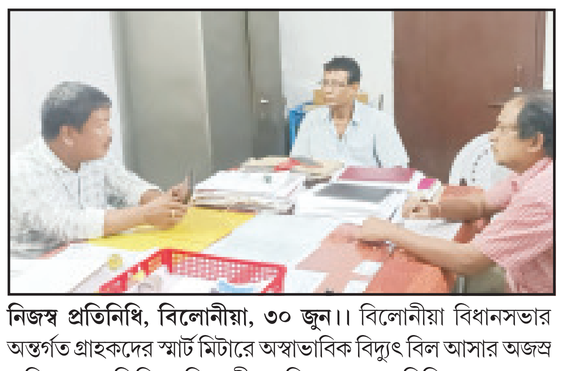

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ জুন।। বিলোনীয়া বিধানসভার অন্তর্গত গ্রাহকদের স্মার্ট মিটারে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল আসার অজস্র অভিযোগের ভিত্তিতে বিলোনীয়ার বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজার মনোরঞ্জন ত্রিপুরার সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হলেন বিলোনীয়ার বিধায়ক দীপংকর সেন। সোমবার সকালে বিধায়ক বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজারের সঙ্গে স্মার্ট মিটারের এই বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিধায়ক দীপংকর সেন, স্মার্ট মিটারে আসা অতিরিক্ত বিল খতিয়ে দেখার এবং এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অসংখ্য গ্রাহক এই অস্বাভাবিক বিলের কারণে সমস্যায় পড়েছেন এবং এর একটি সুষ্ঠু সমাধান হওয়া জরুরি।

এছাড়াও, বিধায়ক দপ্তরের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়েও একাধিক প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সামান্য বৃষ্টিতেই জেলা সদরের এই বিদ্যুৎ দপ্তরে জল ঢুকে যায়, যা কর্মীদের কাজের পরিবেশ এবং গ্রাহক পরিষেবা উভয়কেই ব্যাহত করে। এই পরিস্থিতিতে তিনি দ্রুত পুরাতন অফিস ভবন ভেঙে একটি নতুন আধুনিক অফিস নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানোর কথা বলেন।

পাশাপাশি, ঈশানচন্দ্র নগর এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেখানে একটি নতুন কল অফিস স্থাপনের প্রস্তাবও দেন বিধায়ক। বিলোনীয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে যেহেতু অসংখ্য গ্রাহক রয়েছেন, তাই পরিষেবা উন্নত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় হাইমাস্ট ফ্ল্যাগ উত্তোলন

মোদীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধশালী ভারত গড়ে উঠবে ঃ প্রতিমা

২০৪৭ সালের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ জুন।। বিলোনীয়া বি.কে.আই. কর্নারে আজ এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাইমাস্ট ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে তিনি পতাকা উত্তোলন করে তা জনগণের প্রতি উৎসর্গ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক দেবাশিস দাস।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, তিরঙ্গা পতাকা ভারতবাসীর স্বাধিকারের প্রতীক, বীরত্ব ও ত্যাগের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা সবকা সাথ, সবকা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছি। ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক সমৃদ্ধশালী ভারত গঠন করা হবে। এই উচ্চস্তম্ভ জাতীয় পতাকা নির্মাণের জন্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১ জুলাই ২০২৫ ইং
১৬ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ ডক্টরস ডে

ডক্টরস ডে বা চিকিৎসক দিবস হইলো চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবা ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি বিশেষ দিন। সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখে এই দিনটি পালিত হয়। ভারতে এটি প্রতি বছর ১লা জুলাই তারিখে পালিত হয়।

ভারতে ১লা জুলাই ডক্টরস ডে পালনের প্রধান কারণ হইলো কিংবদন্তী চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং একই তারিখে, অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই তিনি মারা যান। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য অবদান এবং জনসেবায় তাঁহার উৎসর্গীকৃত জীবনকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতে ১৯৯১ সাল থেকে ভারত সরকার এই দিনটিকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ডক্টরস ডে চিকিৎসকদের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ এবং সমাজে তাঁদের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি সুযোগ। রোগ নিরাময়ে এবং মানুষের জীবন রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।এই দিনটি স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের অপরিহার্য ভূমিকা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ডক্টরস ডে তরুণদের চিকিৎসা পেশায় আসতে উৎসাহিত করে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণা, উদ্ভাবন ও অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।এই দিনটি রোগী এবং চিকিৎসকদের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়িয়া তোলার গুরুত্ব তুলিয়া ধরে।

যদিও ভারতে ১লা জুলাই ডক্টরস ডে পালিত হয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিভিন্ন তারিখে এটি উদযাপন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম 'ডক্টরস ডে' ৩০শে মার্চ, ১৯৩৩ সালে জর্জিয়ায় পালিত হইয়াছিল। এই দিনে চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

কিউবাতে চিকিৎসক দিবস পালিত হয়।ইরানে চিকিৎসক দিবস পালিত হয়।

চিকিৎসকদের সহানুভূতি এবং রোগীদের প্রতি তাঁহাদের উৎসর্গীকৃত সেবাকে তুলিয়া ধরে।

চিকিৎসকরা হইলেন সমাজের সেই মেরুদণ্ড যাহারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়া আমাদের সুস্থ রাখেন। বিশেষ করিয়া কোভিড-১৯ মহামারীর সময় তাঁহাদের আত্মত্যাগ আমাদের সকলের কাছে এক অনুপ্রেরণার উৎস। ডক্টরস ডে হইলো তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান জানানোর একটি বিশেষ সুযোগ।

ভাইস প্রেসিডেন্টের ভাষণ: 'রাজনীতি, দেশের স্বার্থের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে' রাজস্থানে "স্নেহ মিলন সমারোহ" এ ভাষণ দিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জগদীপ ধনখড়

জয়পুর, ৩০ জুন: আজ রাজস্থানের জয়পুরে "স্নেহ মিলন সমারোহ" অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করেন ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জগদীপ ধনখড়। তিনি অনুষ্ঠানে তার বক্তব্যে জানান, "আমি কোনও ধরনের চাপের মধ্যে নই, আমি কাউকে চাপ সৃষ্টি করি না, আমি চাপের মধ্যে কাজ করি না, এবং কাউকে চাপের মধ্যে কাজ করতে বলি না।"

তিনি আরও বলেন, "আমার এক পুরনো বন্ধু, যিনি রাজস্থান রাজনীতির এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তিনি বলেছিলেন যে আমরা চাপের মধ্যে আছি। আমি বলব, তাকে চিন্তা করার দরকার নেই, আমি কোনও চাপের মধ্যে নেই, এবং আমি কাউকে চাপের মধ্যে রাখি না।"

শ্রী ধনখড় রাষ্ট্রপতির ও গভর্নরের সাংবিধানিক অবস্থান নিয়ে মন্তব্য করেন, "গভর্নরের অবস্থা অনেক সময় সহজ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যখন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন অভিযোগ তোলা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে, এখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপতিও এই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। এটি একটি গভীর চিন্তার বিষয়।"

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্থ নয়, এটি ব্যক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। এই বিষয়ে চিন্তা ও প্রতিফলন প্রয়োজন। যখন ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়, তখন এক দল বিরোধী হয়ে যায়, আরেক দল শাসক হয়ে যায়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমরা শত্রু হয়ে যাই। আমাদের শত্রু সীমান্তে রয়েছে, দেশের মধ্যে নয়।"

তিনি আরও যোগ করেন, "বিশ্বে ভারত প্রতিনিধিত্ব করে, আমরা একে অপরের বিরোধী দল নই। যখন আমরা বিদেশে যাই, তখন শুধু ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করি, শাসক বা বিরোধী দলকে নয়। আমাদের দেশই আমাদের প্রথম এবং সর্বোচ্চ। আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে, তবে ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। এটি একটি শক্তিশালী বার্তা।"

শ্রী ধনখড় ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং একটি জাতির অগ্রগতি। ভারত ১১ বছর আগে পাঁচটি সবচেয়ে দুর্বল অর্থনীতি হিসেবে গন্য হতো, আজ তা বিশ্বের শীর্ষ চারটি অর্থনীতির মধ্যে একটি। এটি একটি অবিশ্বাস্য সাফল্য, যা বিশ্বের অন্যান্য বড় দেশগুলো ছাড়িয়ে গেছে।"

তিনি বলেন, "এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি, যে এখানে বিতর্ক, আলোচনা ও বিবাদ হওয়া উচিত। এরই মধ্যে বিরোধী দল মানে শত্রু নয়, সেটা ভুল ধারণা।"

কৃষকদের বিষয়ে শ্রী ধনখড় বলেন, "যদি সরকার কৃষকদের কাছে সরাসরি ভর্তুকি পাঠাতে পারে, তবে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের জন্য বছরে ৩০,০০০ করে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এই প্রকল্প কৃষকদের জন্য আরও ভালো ভবিষ্যতের পথ খুলে দেবে।"

অনুষ্ঠানে রাজস্থান রাজ্যের গভর্নর হারিভাউ কিষাণরাও বাগড়ে, রাজস্থান বিধানসভার স্পিকার বাসুদেব দেবনানি, বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা টিকরাম জুলি, রাজস্থান প্রগ্রেসিভ ফোরামের পৃষ্ঠপোষক হরিমোহন শর্মা, এবং ফোরামের কার্যকরী সভাপতি জিতরম চৌধুরীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনীতির মেরুদণ্ড

পঞ্চায়েতের ভূমিকা কি শ্রমিক-কল্যাণ, শ্রম উন্নয়নে? বড় বড় শিল্প, মাঝারি কলকারখানা, শহরকেন্দ্রিক পরিষেবা ক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির এক বিস্তৃত জগত সেখানে রয়েছেন খেতমজুর, দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, পাথর বা খড়ির খাদান, ইটভাটা, মাছের ভেড়ি, যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা।

রয়েছেন গৃহকেন্দ্রিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল শিল্পের কর্মীরা, যাঁরা কেউ বিড়ি বাঁধেন, কেউ জরি-চুমকি বসান কাপড়ে। গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড এই মানুষগুলোর জীবিকার নিরাপত্তার বিষয়ে স্থানীয় সরকার, অর্থাতপঞ্চায়েতের ভূমিকা কী? প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে খুঁজলে দেখা যায়, শ্রমিক কল্যাণে, শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষায় তেমন কিছু করার সংস্থান নেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার। সংবিধানের একাদশ তফসিলের অন্তর্গত ২৯টা বিষয় পঞ্চায়েতের কাজের জন্য নির্ধারিত, তার মধ্যে কোথাও শ্রমিক বা শ্রম বিষয়ক কোনও ক্ষেত্র নেই। সেই জন্যই পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে কোথাও শ্রম বা শ্রমিক বিষয়ক কোনও সমিতি নেই, নেই "শ্রম কর্মাধ্যক্ষ" পদ। ফলে শ্রমিকের ভালমন্দ পঞ্চায়েতের কাছে গুরুত্ব পায় না। অথচ, করার ছিল অনেক কিছু। গ্রামসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল খেতমজুর। ন্যূনতম মজুরি আইন ছাড়া তার কল্যাণে আর কোনও শ্রম আইন নেই, আর সেই আইন রূপায়ণে সরকারি তরফে কোনও উদ্যোগ করা হয় না। খেত-মালিকের থেকে উপযুক্ত মজুরি প্রায়ই মেলে না, মেয়েদের সমান খাটিয়েও কম মজুরি দেওয়া প্রায় নিয়মে পরিণত। খোদ সরকারি কাজেও ন্যূনতম মজুরি প্রায়ই মেলে না। এই আইন রূপায়ণের দায়িত্বে থাকেন ব্লক স্তরের আধিকারিক ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক। তাঁর উপর পঞ্চায়েতের কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। অনেক ব্লকে পরিদর্শকের পদ শূন্য। যাঁরা আছেন, তাঁরাও বেশির ভাগ সময়ই ব্লক অফিসে বিডিও-র দেওয়া অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। এর সঙ্গে রাজনৈতিক চাপ, দুর্নীতি, এ সব তো আছেই।

এতে শ্রমিকের কতটা ক্ষতি হয়? অর্থনীতিবিদ অজিত নারায়ণ বসু রাজ্য সরকারের তথ্য থেকে দেখেছিলেন, নব্বইয়ের দশকে প্রত্যেক বছর ন্যূনতম মজুরির চেয়ে দৈনিক তিন থেকে আট টাকা কম পেয়েছেন দিনমজুররা। সেই হিসাবে দশ বছরে সাত হাজার কোটি টাকারও বেশি ঘাটতি হয়েছে শ্রমিকদের আয়ে। ওই সময়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের বিভিন্ন প্রকল্পে মোট যত টাকা খরচ হয়েছে, তা ওই মজুরি ঘাটতির ২৬ শতাংশেরও কম। আজ এই মজুরি ঘাটতির অঙ্কটা আরও বেড়েছে, এবং হিসাব করলে সম্ভবত দেখা যাবে, অনুদান বাড়া সত্ত্বেও মজুরি ঘাটতির অঙ্কের সঙ্গে তার ফারাক কমেনি, বরং বেড়ে থাকতে পারে।

রাজ্যে আছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বিড়ি শ্রমিক, আরও কয়েক লক্ষ পাথরখাদান, ইটভাটা, নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিক, যাঁরা বেশির ভাগই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। এঁদের একটা বড় অংশ সিলিকোসিস, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যানসার ইত্যাদি পেশাগত রোগে আক্রান্ত। অথচ ডাক্তার শংসাপত্রে তাঁদের অসুখকে "পেশাগত রোগ" বলে লিখে না দিলে শ্রমিক চিকিতা ও ক্ষতিপূরণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। নিয়োগকারী সংস্থার ডাক্তার প্রায়শই অসুখটিকে "পেশাগত রোগ" বলেন না। ব্লক হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিতকরা কি পঞ্চায়েতের মধ্যস্থতায় এই আক্রান্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দিতে পারেন না? এ রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাড়ে চার দশক পার করে ফেলল, অথচ শ্রমিক-কল্যাণে এই সামান্য উদ্যোগের কথা আজও ভাবা হল না। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে "উৎর্ষ বাংলা" প্রকল্পকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়ক জেলা কমিটিতে জেলা পরিষদের কোনও জায়গা জোটেনি। অথচ, পঞ্চায়েতের কাজের তালিকার মধ্যে কিন্তু কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়টা রয়েছে। পঞ্চায়েতকে এলেবেলে করে রাখলে প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য মার খেতে পারে। কারণ, যে শ্রমিকদের বস্তুত প্রশিক্ষণের দরকার, যাঁদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নততর জীবিকা খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক, তেমন উপভোক্তা শ্রমিকদের চিহ্নিত করা কঠিন হবে। নেতা বা আধিকারিকদের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তিই সরকারি প্রশিক্ষণে নাম লেখাবেন। এ সব প্রকল্পের বাজেটে বরাদ্দও অপ্রতুল ।গ্রামের দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের চোখ দিয়ে দেখলে গোটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকেই একটা মৌলিক প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হবে। তা হল, পঞ্চায়েত কি আদৌ স্বশাসনের ইউনিট, না কি অনুদানের এজেন্ট? শ্রমিকের উন্নতির প্রশ্নে জড়িয়ে আছে অধিকারের রাজনীতি, স্বনির্ভরতার দর্শন। উন্নয়নমূলক কাজের দায় পঞ্চায়েতের উপর চাপানো হলেও, নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ রয়ে গিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের হাতে। প্রশাসনিক কর্তাদের চোখে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নয়, আর পাঁচটা সরকারি দফতরের মতো জেলা, ব্লক ও গ্রামের স্তরে কিছু দফতর, যা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কার্যসূচি ও নির্দেশ অনুসারে চলবে, তার বেশি কিছু নয়। আর তাই পঞ্চায়েত অনুদান বিলি করে যদিও বা দুর্দশাগ্রস্তকে কিছু সহায়তা পৌঁছে দেয়, অধিকারের প্রশ্নে সে থেকে যায় স্থিতাবস্থার পূজারি। সেই অধিকারহীন উন্নয়নের মঞ্চে শ্রম-নির্ভর গ্রামবাসী ব্রাত্যই থেকে গেলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ : তাঁর বিস্তীর্ণ জীবন

আহমাদ মোস্তফা কামাল

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাজের সঙ্গে পরিচয় আছে এ দেশের আঙুলে গোনা মাত্র কয়েকজন মানুষের। যদিও তাঁর নাম জানেন অনেক মানুষ, শুনেছেন যে তিনি একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু কী যে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু, সে সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে গেছেন তাঁরা। এর কারণ কী?

কারণ হলো, যে বিষয়টি নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন বা যে তত্ত্বের জন্য তিনি বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন, সেটি এতই দুর্বোধ্য, জটিল আর বিমূর্ত যে বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষেও এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন। আমরা যতই বলি না কেন, কোয়ান্টাম কণার বিন্যাস সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায়ন তত্ত্বটি তাঁরই দেওয়া এবং সে জন্যই তাঁর সম্মানে কণাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'বোসন' আর একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে তাঁর নাম চিরদিনের জন্য গ্রোথিত হয়ে গেছে, তবু বিষয়গুলো আমাদের জন্য বিমূর্তই রয়ে যায়। আর হবেই বা না কেন? কোয়ান্টাম জগৎ আমাদের কাছে এক প্রহেলিকার মতো, বুঝে ওঠা যায় কি যায় না। বোঝার চেষ্টা করলে জগৎটা যেন আরও বেশি রহস্যময় হয়ে যায়, না বোঝার ভার আরও বেড়ে যায়। রিচার্ড ফাইনম্যান যেমন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব একজন নবিশের কাছে যেমন, একজন বিশেষজ্ঞের কাছেও তেমনই। প্রহেলিকাময়। সেই জগতের কণাদের বিন্যাস নিয়ে আমাদের বসু এমন একসময় কাজ করেছিলেন, যখন এর তত্ত্বীয় দিকগুলোও তত বেশি বিকশিত হয়নি। তখনো ডি ব্রগলির তরঙ্গ সমীকরণ আসেনি, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা—নীতি আসেনি, তরঙ্গ অপেক্ষক বা ওয়েভ ফাংশনের ধারণা আসেনি, ম্যাক্স বর্ণের ব্যাখ্যা আসেনি, ফার্মি-ডিরাকের সংখ্যায়ন তত্ত্ব বা পরিসংখ্যান তত্ত্ব আসেনি, শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ আসেনি। অথচ বসুর তত্ত্ব বুঝতে হলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, বিশেষ করে ওয়েভ ফাংশন বা তরঙ্গ অপেক্ষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যে তত্ত্বটির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জগৎ—জোড়া খ্যাতি, এই প্রবন্ধে সেটি নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। তার আগে তাঁর জীবন ও কর্মের দিকে একটু নজর ফেরানো যাক। বর্ণাঢ্য জীবন ছিল তাঁর, যদিও কোনো কিছুই সহজে আসেনি তাঁর জীবনে। ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯০৯ সালে কলকাতার হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান আর ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি তাঁর মেধার স্ফুরণ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্সসহ স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় দুর্দান্ত ভালো ফলাফল করার পরও সহসা সম্মানজনক কাজ জুটল না তাঁর। পাটনা কলেজে আবেদন করলেন, কিন্তু সেখান থেকে জানানো হলো, তাদের দরকার একজন দ্বিতীয় শ্রেণির এমএসসি, প্রথম শ্রেণির নয়! আবহাওয়া দপ্তরে যোগাযোগ করলেন, সেখান থেকে বলা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি মেধাবী ছাত্রের জন্য যোগ্যতম চাকরি তাদের দপ্তরে নেই! অতঃপর বেকারত্বের এ সময়টি তিনি কাটালেন প্রাইভেট টিউশনি করে। আসাম গৌরীপুরের জমিদারপুত্রকে পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। তাঁর সেই ছাত্র, প্রমথেশ বড়ুয়া পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর এই বেকার দশার অবসান ঘটল ১৯১৭ সালে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন সত্যেন বসু। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁর চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেন তিনি। এর তিন বছর পর ১৯২৪ সালে আইনস্টাইনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্বনন্দিত প্রবন্ধটি, এখন যা বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান বলে পরিচিত। ওই বছরই শিক্ষাছুটি নিয়ে দুই বছরের জন্য ইউরোপে যান বসু। সাক্ষাৎ করেন আইনস্টাইন, মাদাম কুরি, দ্য ব্রগলিসহ অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর সঙ্গে। ১৯২৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। আর তাঁর জন্য সুপারিশ করেন আইনস্টাইন, লাঞ্জেভাঁ, হেরমান মার্ক, সিলভাঁ লেভির মতো নন্দিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রাখেন সত্যেন বসু। ঢাকা ত্যাগের পর ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা বা খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই পদেই ছিলেন তিনি। এরপর তিনি দুই বছরের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে মনোনীত করে এবং আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসানের আগ পর্যন্ত তিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৫২-৫৮ সময়কালে তিনি রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৫৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'বিজ্ঞান-ভাস্করম' উপাধি প্রদান করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে ইত্যাদি।

এবার বসুর গবেষণা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগেই বলেছি, বসুর কাজ ছিল কোয়ান্টাম কণার বিন্যাস নিয়ে। এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাংক, ১৯০১ সালে, কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। এই বিকিরণের শক্তি ঘনত্ব বের করার জন্য তিনি একটি সমীকরণ প্রতিপাদন করেন। সেটি এ রকম :এই সমীকরণ দিয়ে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বর্ণালি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক বৈপ্লবিক ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণবস্তু থেকে শক্তির বিকিরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না, বরং গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে বুলেটের মতো বের হয়। তিনি এই শক্তিগুচ্ছের নাম দিলেন কোয়ান্টাম। ধারণাটি বৈপ্লবিক এ জন্য যে এর আগে কখনোই শক্তিকে কণারূপে কল্পনা করা হয়নি, বরং এর তরঙ্গধর্মটিই সব সময় আলোচিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে প্ল্যাংকের এই ধারণাটি ব্যবহার করে আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিলেন আইনস্টাইন। তিনি জানালেন, আলো শুধু কণার কণাগুচ্ছ আকারেই থাকে না বরং একেকটি স্বতন্ত্র কণা হিসেবে বের হতে পারে এবং শূন্য মাধ্যমে একক কণা হিসেবেই চলাচল করতে পারে। আইনস্টাইন আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য যে সমীকরণটি প্রস্তাব করেছিলেন, সেটিকে ব্যবহার করে ভরশূন্য আলোর কণা (ফোটন) এবং ভরযুক্ত ইলেকট্রনের সংঘর্ষ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলেন কম্পটন ১৯২২ সালে। বসু এই তিনটি তত্ত্বকেই বিবেচনায় নিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেন, প্ল্যাংকের সমীকরণে একটি অসংগতি আছে। সমীকরণের ডান দিকে যে দুটি অংশ, সেটির দ্বিতীয় অংশ থেকে শক্তির কণাধর্ম বোঝা গেলেও প্রথম অংশটি আসলে এসেছে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তত্ত্ব থেকে, যা প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গধর্মেরই প্রকাশ। একই সমীকরণে শক্তির দুই রূপ থাকার ব্যাপারটিই তাঁকে প্ররোচিত করল নতুন করে ভাবতে। তিনি প্রথম অংশটি প্রতিপাদন করলেন ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তত্ত্ব ছাড়াই। শুধু তা---ই নয়, কোয়ান্টাম জগতের এই কণাগুলোর বিন্যাস কী রকম হবে, তারও প্রস্তাব করলেন বসু, তাঁর এই প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধটিই তিনি আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতামত জানার জন্য। চিঠিতে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে প্ল্যাংকের সমীকরণের ডান পাশের প্রথম অংশটি তিনি চিরায়ত বিদ্যুৎ—চুম্বক তত্ত্ব ছাড়াই নির্ধারণ করেছেন। আইনস্টাইন যথার্থ কারণেই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সাইটস্রিফ ফ্যুর ফিজিক-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আইনস্টাইনের কাছে পাঠানোর আগে বসু প্রবন্ধটি লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রেফারি সেটিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে ফেরত পাঠান। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ, বসুর পদ্ধতি চিরায়ত পরিসংখ্যান থেকে এতটাই আলাদা যে একে এত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। চিরায়ত গতিবিদ্যায় সব বস্তুকণাই আলাদা। এমনকি তারা দেখতে একই রকমের হলেও আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে এই পৃথকত্ব নির্দেশ করা যায়। আর এ ধরনের স্বতন্ত্র কণা পরস্পরের সঙ্গে অদলবদল করলে নতুন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বসু কণার অর্থই হলো যে তারা সবাই একই রকমের এবং তাদের কোয়ান্টাম আচরণের পার্থক্য করা যায় না। দুটি বসু কণার অদলবদলে নতুন কোনো অবস্থারও সৃষ্টি হয় না। আবার বসু যে ধরনের কণার পরিসংখ্যান গণনা করেছিলেন, তা শুধু চিরায়ত কণা থেকেই আলাদা নয়, অন্য ধরনের কোয়ান্টাম কণা যেমন ইলেকট্রন বা প্রোটন থেকেও আলাদা। দুটি ইলেকট্রন কখনোই একই অবস্থায় থাকতে পারে না, অন্যদিকে অসীম সংখ্যক বসু কণাও (যেমন ফোটন) একই অবস্থায় সহাবস্থান করতে পারে।

আইনস্টাইন বসুর এ ধারণাটিকে ব্যবহার করেন পরমাণুর ক্ষেত্রেও। ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় বসু কণাগুলো ঘনীভূত রূপ লাভ করবে। এই প্রপঞ্চটিই এখন বসু-আইনস্টাইন কনডেনসেট বা ঘনীভবন নামে পরিচিত। পরীক্ষাগারে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী। এই পরিসংখ্যানটিকে কেন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে অধ্যাপক এ এম হারুন অর রশীদ লিখেছেন: পরিসংখ্যানতত্ত্বের মূল কথা হলো সূক্ষ্ম গণনা থেকে স্থূল গণনায় আসা অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি হিসেবে চিন্তা করে এই কণাগুলোর বিন্যাসের সম্ভাবনা গণনা করা এবং তা থেকে বস্তুর তাপ, চাপ ইত্যাদি ভৌত গুণ নির্ধারণ করা। চিরায়ত পদ্ধতিতে ম্যাক্সওয়েল-বোলজম্যান এটাই করেছিলেন এবং এ পদ্ধতিতে নিউটনীয় গতিবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু অণু-পরমাণু আর বস্তুকণার জগতে নিউটনীয় গতিবিদ্যা অচল। সুতরাং ওই জগতের পরিসংখ্যানও ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা আবিষ্কারের আগে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান ঠিক উল্টোভাবে হয়েছে। অর্থাৎ বসু এবং আইনস্টাইন কোয়ান্টাম জগতের স্থূল গণনাপদ্ধতি অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন (১৯২৪-২৫)। তারপর হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার এবং ডিরাক কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা আবিষ্কার করেছেন (১৯২৫-২৬)। সবশেষে ডিরাক ১৯২৬ সালে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের মূল কথাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

এখন আমরা জানি, প্রকৃতির বস্তুকণা দুই ধরনের, এক ধরনের বস্তুকণা পাউলির বর্জন নীতি মানে না এবং তারা যেকোনো কোয়ান্টাম অবস্থায় যেকোনো সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে। এরা বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং এই ধরনের কণাগুলোর তরঙ্গ অপেক্ষক প্রতিসাম্যের। এদের সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে বোসন বলে ডাকা হয়। যেমন ফোটন, মেসন ইত্যাদি। অন্য ধরনের কণাগুলো পাউলির বর্জননীতি মেনে চলে, ফলে কোনো একটি শক্তিস্তরে বা কোয়ান্টাম অবস্থায় একটির বেশি কণা থাকতে পারে না। এরা ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং এদের তরঙ্গ অপেক্ষক বিপ্রতিসাম্যের। এই দ্বিতীয় ধরনের কণাগুলোকে বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামানুসারে ফার্মিয়ন বলে ডাকা হয়। এভাবে বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান তত্ত্বের বদৌলতে প্রকৃতির কিছু মৌলিক কণার নামকরণ করা হলো সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে, আর পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর নামও চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। কারণ, যত দিন এই কণাগুলো থাকবে, তত দিন থাকবে তাঁর নামও। এবং আমরা জানি, সহসা এই কণাগুলো বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাই তাঁর নামও রয়ে যাবে চিরভাস্বর হয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে শুধু এই একটি প্রবন্ধই লিখেছিলেন, তা নয়। আমি তাঁর ২৩টি প্রবন্ধের খোঁজ পেয়েছি, যেগুলোর সবই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানটি এতটাই আলোচিত এবং পরিচিত তত্ত্ব যে বসুর প্রসঙ্গ উঠলেই এ প্রবন্ধটির কথা বিশেষভাবে উঠে আসে। তবে কেবল গবেষক বসুর কথা বললে তাঁর সম্পূর্ণটুকু বলা হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন, তাঁরা সাধারণত উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে নিজের পেশাগত জীবনকে নিশ্চিত করেন। তিনি সেই প্রচলিত পথে হাঁটেননি। বিদেশে গিয়েছেন, বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ডিগ্রি লাভের চেষ্টা করেননি। কেন করেননি, সেই রহস্য আর কোনো দিনই জানা যাবে না। তাঁর কি ঋষীদের মতো বৈরাগ্য ছিল, ছিল উদাসীনতা? তা—ও তো মনে হয় না। তিনি তো বিপুলভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন গবেষণায়, শিক্ষকতায়, সামাজিকতায়। গবেষণায় শুধু নিজেই যুক্ত থাকেননি, যুক্ত করেছেন আরও অনেককে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার একটা ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন আর অচিরেই সেটিকে পরিণত করে তুলেছিলেন ঐতিহ্যে। দারুণ উদ্দীপনাময় এক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে তিনি তরুণ সহকর্মীদের ভেতরে জাগিয়ে তুলেছিলেন নতুন জ্ঞান জানা এবং সৃষ্টির আগ্রহ। রঞ্জনরশ্মির কেলাসতত্ত্ব, রমনপ্রক্রিয়া, চৌম্বকত্ব বর্ণালি, বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা তাঁর উদ্যোগেই শুরু হয়। এমনকি রসায়নশাস্ত্রের কিছু গবেষণার দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। শুধু গবেষণা নয়, শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম।

কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সেই ব্রিটিশ আমলেই তিনি শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষায় পড়াতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যদেরও বাংলায় পড়ানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ, বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি তাঁর প্রতিভাকে নানা দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা পরিচয় এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন, বাংলায় বই লিখতে কাজী মোতাহার হোসেনকে উতাহ দিয়েছেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। বিজ্ঞান তো নিত্য সহচর, কিন্তু তিনি আগ্রহভরে সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলার নানা শাখার রসসুধাও পান করেছেন। অনেক দিন আগে আলবিরুনি একটা কথা বলেছিলেন, 'প্রভু, আমি দীর্ঘ জীবন চাই না, আমাকে একটা বিস্তীর্ণ জীবন দিন।' সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও ছিল বিস্তৃত জীবন। নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা দিকে, নানা কাজে, নানা চিন্তায়। একটা বিপুল কর্মমুখর জীবন যাপন করে ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অনন্তলোকে পাড়ি দেন, আর আমাদের জন্য রেখে যান একটি বিস্তীর্ণ জীবনের আদর্শ ও উদাহরণ।

সোমবার পূর্ব থানার পুলিশ এক অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী সহ বেশ কয়েকজন নেশা সেবনকারীদের আটক করে।

মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় হত্যা মামলা

ধৃত ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার নিহত রাজা রঘুবংশীর গয়না ও ল্যাপটপ

শিলং, ৩০ জুন : মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে রহস্যজনক হত্যা মামলায় বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। ধৃত ব্যবসায়ী শিলোম জেমসের রতলামের বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার হয়েছে নিহত রাজা রঘুবংশীর সোনার চেন, তাঁর ও স্ত্রী সোনমের গয়না, ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র।

পুলিশ জানিয়েছে, রতলামের মঙ্গলমূর্তি কলোনিতে শিলোমের শ্বশুর মনোজ গুপ্তর ফ্ল্যাট থেকেই উদ্ধার হয়েছে ওই সামগ্রী। বাড়ির রান্নাঘরে রাখা একটি ব্যাগের মধ্যেই মিলেছে সবকিছু। শনিবার গভীর রাতে ইন্দোরের মহালক্ষ্মী নগরের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে এরপরই পুলিশ রতলামের ওই ফ্ল্যাটে পৌঁছায়। অভিযানে শিলোমের স্ত্রী ও ভগ্নিপত্নীও উপস্থিত ছিলেন।

মেঘালয় পুলিশের ইস্ট খাসি হিলস জেলার এসপি বিবেক সিয়েম জানিয়েছেন, এসআইটি-এর দুই সাব-ইন্সপেক্টর অ্যান্টনি খংসিত এবং করণ পাচুয়ার নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়েছিল।

অভিযানে আলকাপুরি থানার কর্মীরাও সহযোগিতা করেছেন। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি মামলার তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাজা রঘুবংশীর দাদা বিপিন রঘুবংশীকে রবিবার রাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে ডেকে এনে ওই গয়নাগুলির পরিচয় নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। সঙ্গে সোনমের বিয়ের সময়ের ছবিও আনতে বলা হয়েছিল। যাতে তাঁর গয়নাও শনাক্ত করা যায়।

প্রসঙ্গত, ২৩ মে মেঘালয়ের সোহরার ওয়েইসাডং জলপ্রপাতের কাছে নির্মমভাবে খুন হন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা রাজা রঘুবংশী। তদন্তে উঠে এসেছে, স্ত্রী সোনম এবং তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার সঙ্গে ষড়যন্ত্র সাজিয়ে তিনজন বন্ধুকে ভাড়া করে খুন করানো হয় রাজাকে।

৩ হাজার ধাপ নামার পর নংরিয়াতে রাত কাটিয়ে ফেরার পথে ওয়েইসাডংয়ের জঙ্গলে রাজাকে দু'টি দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে দেহ গুম করা হয়।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, খুনিরা গুয়াহাটি থেকে খুনের অস্ত্র কিনে ২১ মে শিলং পৌঁছয়। ২২ মে সোনম ও রাজা স্কুটার ভাড়া করে সোহরা পৌঁছান। পরদিন সকালে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনার পরে সোনম ট্যাক্সি করে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। পরে ৯ জুন উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

এই মামলায় এখনও পর্যন্ত রাজ, সোনম, এবং তিন খুনি-সহ মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি।

শিলোম জেমস, বলবীর অহিরওয়ার ও লোকেন্দ্র সিং তোমারকে ২৬ জুন শিলং নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের মামলা রুজু হয়েছে।

মেঘালয়ের ডিজিপি এল. নোংরাং জানিয়েছেন, ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই এতটা শত্রুতা তৈরি হওয়া বিস্ময়কর। সোহরার পর্যটনকেন্দ্রের একান্ত কোণে ঘটে যাওয়া এই হত্যাকাণ্ডে ধাপে ধাপে সামনে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য, যা প্রমাণ করেছে কৌশলে সাজানো ষড়যন্ত্র।

পরকীয়ার নির্মম পরিণতি : বান্ধবীকে খুন করে দেহ ফেলা হল আবর্জনার ট্রাকে, বেঙ্গালুরুতে অসমের যুবক গ্রেফতার

বেঙ্গালুরু, ৩০ জুন : পরকীয়ার নির্মম পরিণতির সাক্ষী রইল টেক নগরী বেঙ্গালুরু। প্রণয়ঘটিত বিবাদের জেরে এক মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁকে হত্যার পর তাঁর দেহ পুরসভার আবর্জনার ট্রাকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে অসমের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। ধৃতের নাম শামসুদ্দিন (৩২)। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি ও মৃতা আশা (৪০) হুলিমাভুর একটি বাড়িতে একত্রে বসবাস করতেন।

তদন্তকারীদের দাবি, একটি হাউসকিপিং সংস্থায় কাজের সূত্রে শামসুদ্দিন ও আশার পরিচয় হয়েছিল। আশার আসল বাড়ি বেঙ্গালুরুতেই। তিনি বিধবা ছিলেন। অন্যদিকে, শামসুদ্দিন বিবাহিত। তবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা অসমে থাকেন। তিনি প্রায় দেড় বছর আগে বেঙ্গালুরুতে চলে আসেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে দুজনে হুলিমাভু এলাকায় একত্রে থাকতেন। আশার দুটি দত্তক নেওয়া সন্তানের মধ্যে একজন হোস্টেলে থাকত বলে জানা গেছে। পুলিশের কথায়, দীর্ঘদিন ধরেই দুজনের মধ্যে প্রায়শই ঝামেলা হত। ২৮ জুন আশার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরা নিয়ে ফের বচসা বাঁধে। সেই সময় রাগের মাথায় শামসুদ্দিন তাঁকে গলা টিপে খুন করে বলে স্বীকার করেছে।

পুলিশের দাবি, হত্যার পর শামসুদ্দিন একটি নীল পলিথিনে আশার দেহ মুড়ে তার উপর সাদা গুনি ব্যাগ চাপিয়ে একটি টু-হুইলারে করে নিয়ে যায় এবং সিকে আচুকাট্টুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বিবিএমপি (পুরসভা)-র আবর্জনার ট্রাকে ফেলে দেয়।

২৯ জুন ভোররাতে রাত প্রায় ১টা ৪৫ নাগাদ মোহাম্মদ মুস্তাফ এম (৪৩) নামে এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আবর্জনা ফেলতে এসে ওই ট্রাকে রক্তমাখা গুনি ব্যাগে চুল ও রক্ত দেখে সন্দেহ হয় এবং তৎক্ষণাৎ আচুকাট্টু থানায় গিয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগ থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিযুক্ত শামসুদ্দিনকে চিহ্নিত করা হয় এবং হুলিমাভু এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বেঙ্গালুরু দক্ষিণের পুলিশের ডেপুটি কমিশনার লোকেশ বি জগলাসার জানান, তদন্তে দেখা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি ও নিহত মহিলা স্বামী-স্ত্রী সেজে বসবাস করছিলেন। বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে। তদন্ত এখনও চলছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে খুন এবং প্রমাণ লোপাটের ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

শিক্ষায় বিপ্লব : মাধ্যমিক স্তরে ড্রপআউট কমে ১১.৭ শতাংশ, নীতি আয়োগের সূচকে পারফর্মার রাজ্যে উন্নীত অরুণাচল প্রদেশ

ইটানগর, ৩০ জুন : শিক্ষাক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু রবিবার সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় জানিয়েছেন, রাজ্যে মাধ্যমিক স্তরের ড্রপআউট হার কমে ১১.৭ শতাংশে নেমে এসেছে এবং প্রাথমিক স্তরে সমন্বিত সার্বিক ভর্তির হার পৌঁছেছে ১০০ শতাংশে। এই সাফল্য রাজ্য সরকারের 'পেমা ৩.০: ইয়ার অফ রিফর্মস এন্ড গ্রোথ' কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফসল বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাথে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১১:১, যা জাতীয় গড় ২৪:১-এর তুলনায় অনেকটাই সন্তোষজনক। এর ফলে শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষকের মনোযোগ বাড়ছে বলে দাবি প্রশাসনের। খান্ডুর কথায়, এই মাইলফলকগুলি প্রমাণ করে যে আমরা সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, নীতি আয়োগের 'এসডিজি ইন্ডিয়া ইনডেক্স ২০২৪'-এ টেকসই উন্নয়নের চতুর্থ লক্ষ্য (মানসম্পন্ন শিক্ষা) সূচকে অরুণাচল প্রদেশ 'অ্যাসপিরান্ট' রাজ্য থেকে উন্নীত হয়ে এখন 'পারফর্মার' রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সূচক দেশের জাতীয় ও উপ-জাতীয় স্তরে টেকসই উন্নয়নের ১৬টি লক্ষ্য এবং ১১৩টি সূচকের উপর রাজ্যগুলির অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। এটি রাজ্যগুলিকে তাদের শক্তি ও ঘাটতি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে এবং তথ্যভিত্তিক নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এই উন্নয়নের জন্য রাজ্য জুড়ে ধারাবাহিক সংস্কার ও সঠিক বাস্তবায়নকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশের এই অগ্রগতি দেশের অন্যান্য পার্বত্য ও প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির কাছে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে, দাবি তাঁর।

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনের স্পেন, পর্তুগাল ও ব্রাজিল সফর

সেভিল, ৩০ জুন : কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৩০ জুন থেকে ৫ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত স্পেন, পর্তুগাল এবং ব্রাজিল সফরে রয়েছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং উন্নয়ন অর্থায়নের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করা।

স্পেনের সেভিল শহরে, সীতারামন জাতিসংঘ আয়োজিত ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অন ফাইন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট -এ অংশ নেবেন এবং ভারতের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করবেন। এ ছাড়াও তিনি 'এফএফডি৪ ফলাফল থেকে বাস্তবায়ন: টেকসই উন্নয়নের জন্য বেসরকারি মূলধনের সম্ভাবনা উন্মোচন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক বিজনেস ফোরাম লিডারশিপ সামিটে মূল বক্তব্য রাখবেন। এই সম্মেলনের ফাঁকে তিনি জার্মানি, পেরু ও নিউজিল্যান্ডের ঊর্ধতন মন্ত্রী এবং ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

পর্তুগালের লিসবন শহরে তিনি দেশটির অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন এবং সেখানকার বিশিষ্ট বিনিয়োগকারী ও প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। সফরের শেষ পর্যায়ে তিনি ব্রাজিলের রিও দে জেনেইরোতে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ১০ম বার্ষিক বৈঠকে ভারতের গভর্নর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন এবং বক্তব্য রাখবেন। সেই সঙ্গে তিনি ব্রিকস অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের প্রথম সম্মেলনেও উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও, শ্রীমতী সীতারামন "বিল্ডিং এ প্রিমিয়ার মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ফর দ্য গ্লোবাল সাউথ" শীর্ষক এনডিবি ফ্ল্যাগশিপ গভার্নরস সেমিনারেও বক্তব্য রাখবেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি ব্রাজিল, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়ার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এই সফর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

AGARATALA MUNICIPAL CORPORATION,

AGARTALA : TRIPURA

Notice inviting e- tender

PNIe-T- No: 05/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated:- 21/06/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 15/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 23,12,455/-	Rs. 46,249/-	60 (Sixty) days
2	D.N.I.E.T No. 16/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 4,09,334/-	Rs. 8,187/-	45 (Forty five) days
3	D.N.I.E.T No. 17/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 4,85,587/-	Rs. 9,712/-	45 (Forty five) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 04-07-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 04-07-2025 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer, PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

PNIeT-03/E.E/Div.-IV/AMC/25-26 DATE: 25/06//2025

Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK ID	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 05/DIV-IV/AMC/25-26. TenderID-2025_SAMC_ 63120_1	Rs. 10,13,627/-	Rs. 20,273/-	90 (Ninety) Days	15/07/2025 15.00 Hour	15/07/2025 16.00 Hours (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/Appropriated Class
2	DNIe-T No: 13/DIV-IV/AMC/25-26. TenderID-2025_SAMC_ 63124_1	Rs.25,34,010/-	Rs. 50,681/-	90 (Ninety) Days				
3	DNIe-T No: 14/DIV-IV/AMC/25-26. TenderID-2025_SAMC_ 63127_1	Rs.7,02,196/-	Rs. 14,044/-	90 (Ninety) Days				
4	DNIe-T No: 15/DIV-IV/AMC/25-26. TenderID-2025_SAMC_ 63134_1	Rs.13,48,376/-	Rs. 26,968/-	90 (Ninety) Days				
5	DNIe-T No: 16/DIV-IV/AMC/25-26. TenderID-2025_SAMC_ 63138_1	Rs.6,64,447/-	Rs. 13,289/-	90 (Ninety) Days				
6	DNIe-T No: 17/DIV-IV/AMC/25-26. TenderID-2025_SAMC_ 63140_1	Rs.3,03,553/-	Rs. 6,071/-	60 (sixty) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- procurement website, by the eligible bidders.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

AGARATALA MUNICIPAL CORPORATION,

AGARTALA : TRIPURA

Notice inviting e- tender

PNIe-T- No: 09/EE/DIV-III/ AMC/2025-26, **Dated: 24-06-2025.**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s):-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Last time and date of submission
1	Construction of RCC drain near Bhattapukur shitla Bari under ward No 37,AMC. DNIeT:- 21/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs.85,55,209/-	Rs.1,71,104/-	120 days	07-07-2025 at 15.00hrs
2	Construction of toilet along with water supply facility under ward No 49AMC. DNIeT:- 22/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs.7,19,043/-	Rs.14,381/-	90days	
3	Construction of brick masonry drain and Paver block road from the H.O Rupak Barman to H.O Litan Saha Booth No 8/32 Under ward No 40,AMC. DNIeT:- 23/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs.5,47,922/-	Rs.10,958/-	90 days	
4	Construction of new open GYm under ward No 43 AMC. DNIeT:- 24/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs.24,67,095.00	Rs.49,342.00	90 days	
5	Construction of C.C road with drainage system H.O Sanjit Chowdhury to Amar Sarkar at Hapania under ward No 50AMC. DNIeT:- 25/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs.11,42,248.00	Rs.22,845.00	90 days	07-07-2025 at 15.00hrs
6	Construction of brick masonry pucca drain starting from the H.O Anil Bhowmik to H.O Alok Roy at North Ballab pur under ward No 50AMC. DNIeT:- 26/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs. 3,34,246.00	Rs.6,685.00	90 days	
7	Construction of RCC Immersion ghat at Bangeswar river Asrampara Dukli under ward No 44, AMC DNIeT:- 27/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs.8,48,734/-	Rs.16,975/-	90 days	
8	Improvement of road paver block from H.O Ramu Datta to H.O Khokan Das to Babul Das to H.O Pradyut Saha and retaining wall C.D structure,under ward No 51, AMC. DNIeT:- 28/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs. 17,21,090.00	Rs.34,422.00	120days	
9	Construction of, balance portion of Muslimpara road upto 255 mtr under ward No 44, AMC DNIeT:- 29/EE/DIV-III/AMC/2025-26	Rs. 34,01,055.00	Rs.68,021.00	120 days	
10	Construction of RCC gard wall cover drain paver block road at Maddha pratapgarh surendra pally Ghosh para under ward No 41 AMC. DNIeT:- 30/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.32,69,426	Rs.65,389.00	90 days	
11	Construction of P/wall and C.C road from the H.O Anita Gun Land adjecnt public go down to Sri Debabrata Bhowmik,under ward No.46,AMC. DNIeT:- 31/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs. 9,45,850.00	Rs.18,917.00	90 days	07-07-2025 at 15.00hrs
12	Construction of drainage system from Lal Mohan Das to H.O Dilip Das at Madhya Gazaria, under ward No.38,AMC DNIeT:- 32/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs. 7,57,465.00	Rs.15,149.00	90 days	
13	Construction of pucca drainage system from the Sadhan Saha to Binoy Das Hospital para,under ward No.38,AMC. DNIeT:- 33/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs. 7,85,920.00	Rs.15,718.00	90 days	
14	Construction of C.C road with R/wall from the H.O Kiran DAs to H.O Sri Parimal Das of Hairmara under ward No 38 AMC. DNIeT:- 34/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs. 11,76,252.00	Rs.23,525.00	90 days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE 07-07-2025.

Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ৫ মুখরোচক খাবার

ছুটির দিন সকালের জলখাবারে লুচির সঙ্গে কিংবা নিরামিষের দিনে অনেক বাড়িতেই ছোলার ডাল হয়। ভাল করে রান্না করলে ছোলার ডালেরও স্বাদ অপূর্ব হতে পারে। কিন্তু অনেকেই ছোলার ডাল খুব একটা পছন্দ করেন না। তাই বলে ছোলার ডাল বাড়িতে ঢোকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। ডাল হিসাবে না রেঁধে অল্প সময়ে বানিয়ে নিতে পারেন অন্য কোনও খাবার। ছোলার ডাল দিয়ে বানাতে পারেন এমন কয়েকটি নতুন পদের খোঁজ রইল।

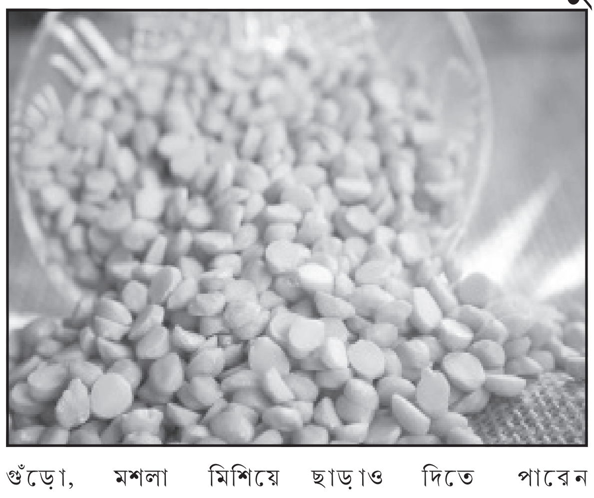

ছোলার ডালের কাটলেট- মাছ কিংবা মাংসের কাটলেট তো খাওয়া হয়ই। মাঝেমাঝে স্বাদ বদলাতে ছোলার ডাল দিয়ে কাটলেট বানাতে পারেন। বানানোর ঝক্কিও বিশেষ নেই। সেদ্ধ ছোলার ডাল ভাল করে বেটে নিয়ে তার মধ্যে পাউরুটির গুঁড়ো, মশলা মিশিয়ে কাটলেটের আকারে গড়ে ভেজে নিলেই হবে।

পকোড়া- বৃষ্টির সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে মুখরোচক কোনও খাবার খেতে ইচ্ছা করে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু ছোলার ডালের পকোড়া বানিয়ে নিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর পকোড়া বানাতে চাইলে ছোলার ডাল, পেঁয়াজ কুচি, টম্যাটো, সিলান্ট্রো ছাড়াও দিতে পারেন অ্যাভোকাডো। খেতে ভাল লাগবে।

স্যুপ- হঠাৎ গলাব্যথা হয়েছে? এমন হলে শক্ত খাবার গিলতে কষ্ট হয়। গলাব্যথা হলে স্যুপ উপযুক্ত খাবার। ছোলার ডাল দিয়েও বেশ সুস্বাদু স্যুপ বানাতে পারেন। সেদ্ধ ছোলার ডালের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সব্জি, ময়দা, রসুন দিয়ে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন স্যুপ। গলায় আরাম পাবেন।

ছোলার ডালের স্যালাড- ডায়েট করছেন যাঁরা, এই স্যালাড খেতে পারেন, জলে ভেজানো এবং সেদ্ধ ছোলার ডালের সঙ্গে শসা, টম্যাটো, পেঁয়াজকুচি, বিভিন্ন ধরনের হার্বস, লেবুর রস, বিটনুন একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন স্যালাড। বিকালের জলখাবারে থাকতেই পারে এই স্যালাড।

ছোলার ডালের ভেলপুরি- মুড়ি এবং সেদ্ধ ছোলার ডাল, দু'টো দিয়েই বানানো হয় এই খাবার। ওজন কমাবেন বলে অনেকেই বাইরের খাবার এড়িয়ে চলেন। স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে ডায়েটে রাখতেই পারেন এটি। একসঙ্গেই নিতে পারবেন স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন।

বয়ঃসন্ধির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানের বন্ধু হয়ে উঠতে পারবেন অভিভাবকেরা

মা-বাবা কর্মরত, তাই সারা দিন তাঁদের সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না প্রান্তিকের। স্কুল থেকে ফেরার পর দীর্ঘ সময় বাড়িতে একাই থাকতে হয় তাকে। মা-বাবার সঙ্গে যে প্রান্তিকের সম্পর্ক খুব একটা খারাপ, তা নয়। বন্ধুদের অনেক কথা গল্পের ছলে মাকে বললেও নিজের মনের কথা বলতে ভয় পায় সে। মনোবিদেরা বলছেন, ব্যতিক্রম থাকলেও একটা বয়সের পর মা-বাবারা সন্তানের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

কিন্তু অল্প বয়সে প্রান্তিকের মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অনেককেই। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় থাকা ছেলেমেয়েদের মনে পড়াশোনা, ব্যক্তিগত জীবন, মতামত, সিদ্ধান্তহীনতা সব কিছু নিয়েই দোলাচল লক্ষ্য করা যায়। অথচ কারও সঙ্গে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করে অনেকেই। মনের মধ্যে ভয়ও কাজ করে। বন্ধুরা অনেক সময়েই পাশে দাঁড়ায়। তবে সমবয়সি বন্ধুরা অভিজ্ঞতার দিক থেকে যে খুব বেশি সমৃদ্ধ, তা তো নয়। সন্তানের মনের অন্ধকার কাটাতে সাহায্য করতে পারেন অভিভাবকেরাই। কিন্তু তার জন্য কী কী করতে হবে জানেন? ১) সন্তানের পাশে থাকুন যে কোনও পরিস্থিতিতে সন্তানের পাশে থাকুন। সে যেন আপনার সান্নিধ্যে নিরাপদ বোধ করে, সেই আশ্বাস দেওয়ার দায়িত্ব আপনারই। বিশ্বাস করে সন্তান যেন সব কথা বলতে পারে, সেই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে অভিভাবককেই। ২) ওদের সঙ্গে সময় কাটান সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় সন্তানকে দেওয়ার চেষ্টা করুন। তাদের কিছু কিছু কথা কম গুরুত্বপূর্ণ বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সারা দিন স্কুল বা খেলার মাঠে কী হল না হল, তা শুনুন। সন্তানকে পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারেন। এই সময়টুকু বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে পারলেই ভাল। ৩) বেশি আগলে রাখবেন না সন্তান ছোট ভেবে তাকে সব ক্ষেত্রে পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই। তা হলে সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যেতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এই অভ্যাসের ফলে সন্তানের নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে না। ৪) তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিন সন্তানকে ভাল-মন্দ বিচার করার শিক্ষা দিন। কিন্তু নিজের পছন্দ-অপছন্দ জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। এই অভ্যাস থেকেও সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকদের দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ৫) নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে দিন ছুটির দিন বাড়ি থাকলেই সন্তানের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। তাকে নিজের মতো থাকতে দিন। আপনার পরামর্শ সন্তানের পাথেয় হোক, চাপ নয়।

দুধ দিয়ে কোন ৩ পানীয় বানিয়ে দিলে এক নিশ্বাসে খেয়ে নেবে?

স্কুল যাওয়ার আগে খুদেকে দুধ খাওয়ানো নিয়ে প্রতি দিন লড়াই চলে মায়েদের। বাচ্চাদের খাবার খাওয়ানো এমনিতেই বেশ ঝক্কির। তবে দুধ খাওয়াতে গেলে সবচেয়ে বেশি নাকাল হতে হয়। পাস্তা, চাউমিন সোনামুখ করে খেয়ে নিলেও দুধ কিছুতেই খেতে চায় না শিশুরা। খেতে চায় না বলে তো হাল ছেড়ে দিলে হবে না।

কারণ দুধেই রয়েছে যাবতীয় পুষ্টি। শিশুর বেড়ে ওঠার পথে যা অত্যন্ত জরুরি। তাই খেতে না চাইলেও দুধ খাওয়াতে হবে। তবে বকুনি নয়, কৌশল জানা দরকার। দুধ দিয়েই যদি সুস্বাদু কোনও পানীয় বানিয়ে দিতে পারেন, দেখবেন ঢকঢক করে খেয়ে নিচ্ছে।

কোরিয়ান বানানা মিল্ক

দুধ এবং কলা দুটোই বাচ্চাদের অপছন্দ। অথচ এই দুটো জিনিস দিয়েই বানিয়ে দিতে পারেন সুস্বাদু পানীয়। বানাতে সময়ও কম লাগবে। দুধ, কলা, জল, মেপল সিরাপ আর অল্প ভ্যানিলা এসেন্স একসঙ্গে মিক্সিতে মিশিয়ে পানীয় বানিয়ে নিন। বাচ্চাদেরও বেশ ভাল লাগবে এই পানীয়।

বড়দেরও বেশ মনে ধরবে এই পানীয়।

হানি মিল্ক

লবঙ্গ, পেস্তা, দারচিনি দুধে ফেলে ফুটিয়ে নিন। তার পর ঠান্ডা হয়ে এলে তাতে মধু মিশিয়ে ফের এক বার ফুটিয়ে গাড় করে ফেলুন। শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও বেশ মনে ধরবে এই পানীয়। তবে ঠান্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না। গরম থাকতে থাকতেই খেয়ে নিতে হবে।

ম্যাঙ্গো মিল্ক

দুধ দেখলেই ছুটে পালায় যে খুদে, সে-ও এই পানীয় নিমেষে শেষ করে দেবে। গরম এখনও যায়নি। অনেকের বাড়িতেই আম মজুত রয়েছে। আম দিয়েই বানিয়ে নিন ম্যাঙ্গো মিল্ক। প্রথমে আম কেটে চটকে নিন। তার মধ্যে দুধ, চিনি, পেস্তা আর কেশর দিয়ে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। গ্লাসে ঢেলে উপর থেকে খানিকটা ক্রিম ছড়িয়ে দিলে দেখতেও সুন্দর লাগবে।

ওজন ঝরাতে সঙ্গে রাখুন ৭ পানীয়ের দাওয়াই

দেহের অন্যান্য অংশের চেয়েও পেটের মেদ নিয়ে চিন্তায় থাকেন সকলেই। শরীরচর্চা করতে শুরু করলে বুক, পিঠ, হাত এবং উরুর মেদ ঝরতে শুরু করলেও পেট বা কোমরের মেদ ঝরতে সময় লাগে বেশি। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, নিয়মিত কিছু পানীয় খেলে তাড়াতাড়ি কমতে পারে ওজন। অনেকেই এ ক্ষেত্রে লেবুর রস, মধু এবং উষ্ণ জলের উপর ভরসা করেন। তবে এই পানীয়টি ছাড়া আরও এমন অনেকগুলি পানীয় রয়েছে, যা খেলে মেদ ঝরতে পারে। ১) জিরে ভেজানো জল এই পানীয়ে ক্যালোরি নেই বললেই চলে। তাই বাড়তি মেদ জমার ভয় নেই। জিরে ভেজানো জল খেলে রক্তে শর্করার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। নিয়মিত এই পানীয় খেলে শরীর থেকে "টক্সিন"ও দূর হয়। ২) গরম জলে লেবুর রস এবং মধু মেদ ঝরাতে এই পানীয়ের উপর ভরসা করেন অনেকেই। লেবুর রস, মধু দেওয়া উষ্ণ জল শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করে দিতে সাহায্য করে। লেবুর রসে থাকা পেকটিন নামক ফাইবারটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও সাহায্য করে। ফলে বিপাকহার উন্নত হয়। ৩) মৌরি ভেজানো জল মৌরিতে থাকা বিভিন্ন খনিজ, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট বিপাকহার উন্নত করে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। নিয়মিত মৌরি ভেজানো জল খেলে পেটফাঁপা, হজমের সমস্যাও নির্মূল হয়। ৪) গরম জলে আমলকির রস ভিটামিন সি-র গুণে সমৃদ্ধ আমলকি মেদ ঝরানোর পাশাপাশি হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল রাখে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমলকিতে থাকা "ক্রোমিয়াম" রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। ৫) আদা জল দেহের অন্যান্য অংশের মেদ ঝরে গেলেও পেটের চর্বি গলতে চায় না সহজে। আদায় থাকা "জিনজেরন" এবং "শোগাওল" পেটের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। নিয়মিত আদা, জল খেলে হজমের সমস্যা থাকে না।

৬) অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে থাকে অ্যাসেটিকঅ্যাসিড। এই অ্যাসিডটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যা পরোক্ষ ভাবে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। ৭) সব্জির রস ওজন ঝরাতে গেলে এমন খাবার খেতে হবে, যেগুলির ক্যালোরি কম। তাই ওজন ঝরাতে অনেকেই নানা রকম সব্জির রস খেয়ে থাকেন। এই পানীয়টিও মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

বৃষ্টির মরসুমে মাংসের ভুনা খিচুড়ি

সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টির মরসুম মানেই খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে ছোট থেকে বড় সকলেরই। বর্ষার দিনে গরমাগরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা পেলে আর কী চাই! তবে ফ্রিজে ইলিশ নেই! দুপুরের মেনুতে কচি পাঁঠার ঝোল ছিল। তাই খানিকটা মাংস আছে ফ্রিজে। কচি পাঁঠা দিয়ে ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি বানিয়ে নিলে সপ্তাহান্তটা কতটা জমবে, সে কথা বলার নয়। চটজলদি কী ভাবে মাংসের ভুনা খিচুড়ি বানাবেন, রইল রেসিপি। উপকরণ: পাঁঠার মাংস: ৪০০ গ্রাম (হাড় ছাড়া টুকরো করে কাটা),মুগডাল: ১ কাপ, বাসমতী চাল: ৩ কাপ, তেল: আধ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ, ছোট এলাচ: ৬টি, গরম মশলা: ১ চা চামচ, রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ, হলুদ: ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ, জিরে, গুঁড়ো: ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ, নুন: পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা: ৪টি, ঘি: ২ চামচ প্রণালী: ননস্টিক কড়াই গরম করে আঁচ কমিয়ে ভেজে নিন মুগডাল। মুগডালের রং বাদামি হয়ে এলে নামিয়ে চালের সঙ্গে ধুয়ে জল ঝরাতে দিন। আর এক বার কড়াই গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি ও গরম মশলা ভেজে নিন। পেঁয়াজ বাদামি বর্ণ হয়ে এলে তাতে অল্প জল দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর আদা ও রসুন বাটা দিয়ে আর এক বার নেড়ে নিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর সব গুঁড়ো মশলা ও লবণ দিয়ে দিন। নাড়তে নাড়তে তেল ছেড়ে এলে মাংস দিয়ে ভাল করে

কষিয়ে নিন। মিনিট কুড়ি ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কিছু ক্ষণ পর ঢাকা খুলে চাল ও ডালের মিশ্রণটি মশলায় দিয়ে দিন। মিনিট দশেক আরও ভেজে নিন। চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। ভাজা হয়ে এলে তাতে গরম জল ঢেলে দিয়ে আবারও ঢাকা দিয়ে দিন। এক কাপ চাল হলে দু'কাপ জল দিতে হবে। খানিক পড়ে ঢাকনা খুলে আরও একবার নাড়া চাড়া করে ১০ মিনিটের জন্যে দমে বসান। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মাংসের ভুনা খিচুড়ি।

হেঁশেলের থেকে আঁশটে গন্ধ তিন টোটকায় দ্রুত সমাধান পাবেন

বাহারি সব পদ রান্না করলেও যদি বাড়ি গন্ধে ভরে না ওঠে, তবে আর কী হল! কিন্তু এই গন্ধ যদি পরের দিনও থেকে যায়, তা হলেই মুশকিল। বিশেষ করে এই বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আঁশটে গন্ধ অস্বস্তির জন্ম দেয়। রান্না করার পর অনেকেই হেঁশেল পরিষ্কার করেন ভাল করে। তবু কিছুতেই গন্ধ কাটতে চায় না।

কোন টোটকা মেনে হেঁশেলের আঁশটে গন্ধ দূর করা সম্ভব?

কফি

ক্লান্তি দূর করতে না পারলেও কফি কিন্তু রান্নাঘরের গন্ধ তাড়াতে পারে। কফিতে রয়েছে নাইট্রোজেন, যা দুর্গন্ধ শোষণ করে নিতে পারে। হেঁশেলের বিভিন্ন অংশে কফির গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখুন। কিছু ক্ষণ পর গন্ধ কেটে যাবে ধীরে ধীরে।

সেদ্ধ লেবুর খোসা

ঘরোয়া অনেক কাজেই লেবু ব্যবহার করা হয়। সুফলও পাওয়া যায়। রান্নাঘরের আঁশটে গন্ধ তাড়াতে লেবুর খোসা কাজে আসতে পারে। লবঙ্গ, দারচিনি, লেবুর খোসা এই তিনটি উপকরণ জলে ফোটান। যে ধোঁয়া উঠবে, তাতেই রান্নাঘরের গন্ধ চলে যাবে।

বেকিং সোডা

খাবার মুচমুচে করতে বেকিং সোডা উপকারী। হেঁশেলের দুর্গন্ধ তাড়াতেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন বেকিং সোডা। এক গ্লাস জলে বেকিং সোডা গুলে সারা রাত হেঁশেলে রেখে দিন। পরের দিন সকালে উঠে দেখবেন গন্ধ চলে গিয়েছে।

বর্ষায় প্রিয় পোষ্যটি ঘন ঘন অসুস্থ হয়?

বর্ষার আবহাওয়ায় ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে কেবল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেই চলবে না, পোষ্য কুকুরটিকেও যত্নে রাখা প্রয়োজন। এ মরসুমে ত্বকের সমস্যা হওয়া ছাড়াও ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশি, পেটের সমস্যাতেও ভোগে পোষ্যরা। এই মরসুমে পোষ্যকে সুস্থ রাখতে বাড়তি নজর দিনে তাদের প্রতি।

বর্ষায় কী ভাবে নেবেন প্রিয় পোষ্যটির যত্ন?

১) বিকেলের দিকে অনেকেই পোষ্যকে বাইরে হাঁটাতে নিয়ে যান অনেকেই। তবে এই আবহাওয়ায় ওদের বেশি বাইরে না নিয়ে যাওয়াই ভাল। সব সময়ে বৃষ্টি না পড়লেও রাস্তা-ঘাট বেশির ভাগ সময়েই ভিজে থাকে। জল-কাদার সংস্পর্শে এসে নিউমোনিয়া, সর্দি-কাশি ছাড়াও ব্যাক্টেরিয়াজাত সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। খেয়াল রাখবেন কোনও ভাবে বৃষ্টির জল যেন পোষ্যর পেটে না চলে যায়। এর ফলে পোষ্যের পেটের গোলমালও দেখা দিতে পারে।

২) বর্ষায় পোষ্যকে পরিষ্কার রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রতি দিন স্নান করানো একদম ঠিক নয়। তবে ১৫ দিন অন্তর অ্যান্টিসেপ্টিক জাতীয় কোনও শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করিয়ে নিন। এতে পোষ্যের ত্বকের র‍্যাশ, চুলকানি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। স্নানের পর গা ভাল করে মুছে ফেলুন। ভেজা শরীর সংক্রমণের আঁতুড়ঘর। বর্ষায় পোষ্যর কান পরিষ্কার রাখুন।

৩) বর্ষায় পোষ্যের খাবার ও জল সুরক্ষিত রাখুন। কারণ এই দু'টি থেকেই সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। বাইরে থেকে আনা কোনও জিনিসে যাতে মুখ না দেয়, সে দিকেও নজর দিন। জল খেতে দেওয়ার আগে ফুটিয়ে নিতে পারেন।

৪) বর্ষায় পোষ্যর কান পরিষ্কার রাখুন। কানের ভিতর যেন ভিজে না থাকে, সে দিকেও খেয়াল রাখুন। কান পরিষ্কার রাখতে নিমতেলও ব্যবহার করতে পারেন। ৫) এই মরসুমে পোষ্যের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এবং কৃমিজনিত রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই বর্ষায় মনে করে নির্দিষ্ট পোষ্যকে টিকা দেওয়াতে ভুলবেন না। পোষ্যকে সুস্থ রাখতে কী কী করা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মেথি-মৌরির গাছ হতে পারে ফ্ল্যাটের জানলাতেও

স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন যাঁরা, তাঁরা প্রায় রোজই কিছু না কিছু ভেজানো জল খান। জিরে, ধনে, জোয়ান নানা রকম ভেষজ থাকে তালিকায়। তবে ভিজিয়ে রাখার পর ওই মশলাগুলি আর ব্যবহার করা যায়না। তাই ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তবে এই বীজগুলি ফেলে না দিয়ে যদি বারান্দা বা হেঁশেলের জানলায় রাখা টবে ছড়িয়ে দেন, সেখান থেকে গাছ হয়ে উঠবে অনায়াসেই।

বিশেষ যত্নেরও প্রয়োজন পড়বে না। এমন কোন কোন গাছ রাখবেন বাড়িতে?

১) পুদিনা গরমকাল জুড়েই লেবু-নুন-চিনির শরবতে পুদিনা পাতা দিয়ে, মুখে এই পাতা বেটে মেখে এলেন। কিন্তু পাতা ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কাণ্ডটির নীচের দিকটা যদি মাটিতে বসিয়ে দিতেন, তা হলেই পুদিনা গাছ বেড়ে উঠত অনায়াসে। ২) মেথি

মাথায় বেটে মাখবেন বলে যে কয়েকটি মেথি দানা ভিজিয়ে রেখেছিলেন, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি তুলে আলাদা করে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে জল দিয়ে এই দানাগুলি ভিজিয়ে রাখুন, যত ক্ষণ না কল বেরোয়। কল বেরোনো দানা মাটিতে ছড়িয়ে দিলেই মেথি গাছ হয়ে যাবে।

৩) ধনে

কাজের সুবিধার জন্য বেশির ভাগই গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করেন। তবে ধনে ভেজানো জল তো খান মাঝেমধ্যেই। ভিজিয়ে রাখা ধনেই মাটিতে ছড়িয়ে দিলে গাছ হয়ে যাবে। ধনেপাতা আর বাজার থেকে কিনে আনতে হবে না।

৪) জিরে

মাছের ঝোলে ফোড়ন দেওয়া থেকে পেট ফাঁপার সমস্যা জিরের গুণেই সব নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। আর বাড়িতেই যদি জিরের গাছ থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। ধনের মতোই ভিজিয়ে রাখা জিরে থেকেও সহজে গাছ তৈরি করা সম্ভব।

৫) জোয়ান

ভেষজ বাগানে অন্য সব মশলার পাশাপাশি জোয়ান থাকা আবশ্যিক। হজমের গন্ডগোল থেকে বিপাকহার বাড়িয়ে তোলা সবেতেই জোয়ান কার্যকর। জলে ভেজানো কয়েকটি দানা ছড়িয়ে দিন। গাছ তৈরি হয়ে যাবে।

সোমবার আগরতলায় চা শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এক ডেপুটেশন ও গণধর্ণা কর্মসূচির আয়োজন করেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় পশুচিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উততরপ্রদেশের ব্যারেলিতে অবস্থিত ভারতীয় পশুচিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এদিন রাষ্ট্রপতি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমাদের সংস্কৃতি ''ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম'' এর জীবনবোধে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে সমস্ত জীবিত সত্ত্বায় ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখা হয়। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের দেব-দেবতা ও ঋষিরা প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, এ বিশ্বাসও সেই একই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন যে, মানুষের বন ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তিনি আরও বলেন, অনেক প্রজাতি হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির কাছাকাছি। এই প্রজাতিগুলির সংরক্ষণ বৈচিত্র্য এবং পৃথিবীর স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, করোনা মহামারী পৃথিবীকে সাবধান করে দিয়েছে যে, অতিরিক্ত ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণী ও পরিবেশের জন্য অগণিত ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে।

তিনি বলেন, আজকাল "একটি স্বাস্থ্য" ধারণাটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব পাচ্ছে, যা বিশ্বাস করে যে, মানুষ, গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ এবং পরিবেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, পশু কল্যাণের প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত এবং আইভিআরআই-এর মতো একটি শীর্ষস্থানীয় পশুচিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে, বিশেষ করে প্রাণীজ আধিকারিক রোগ এর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে।

রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, প্রযুক্তি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পশুচিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে সক্ষম। প্রযুক্তির ব্যবহার দেশের পশু হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে। তিনি আরও বলেন, জিনোম এডিটিং, এম্ব্রিও ট্রান্সফার প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্সের মতো প্রযুক্তিগুলি এই ক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে পারে। তিনি আইভিআরআই-কে আহ্বান জানান, যেন তারা পশুদের জন্য দেশীয় এবং কম খরচের চিকিৎসা ও পুষ্টির ব্যবস্থা খুঁজে বের করে। তিনি আরও বলেন, যেসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রাণী, মানুষ এবং পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে, সেগুলির বিকল্প খুঁজতে হবে।

রাষ্ট্রপতি আইভিআরআই-র শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেন, যারা নিরপরাধ এবং অসহায় প্রাণীদের চিকিৎসা ও কল্যাণকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন, জীবনের কোনো দ্বিধা বা সংকটে পড়লে, যেন তারা এসব প্রাণীদের কথা মনে করেন, যা তাদের সঠিক পথ দেখাবে। রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে এবং পশু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা শুধু দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবেন না, বরং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবেন।

NOTIFICATION

'Ishan Uday Special Scholarship Scheme For NER' and 'National Scholarship For Post Graduate Studies' Scholarship Schemes for AY 2025-26

Applications are invited from eligible students for the UGC-funded scholarship schemes, namely the "Ishan Uday Special Scholarship for NER" and the "National Scholarship for Post Graduate Studies", for the academic year 2025-26.

1. The Ishan Uday Special Scholarship for NER is applicable to students pursuing UG Degree programmes through regular/full-time mode. Applicants must belong to families with an annual income of less than 4.50 lakhs.
2. The National Scholarship for Post Graduate Studies is meant for students admitted in the first year of PG programme or Integrated programme in AY 2025-26 through regular/full-time mode in a recognized university, college, or institution. The age of the applicant should be below 30 years as on the date of admission.

Students admitted in the first year or through lateral entry during 2025-26 may apply as Fresh cases. Those promoted to higher academic years and who have previously availed of this scholarship may apply as Renewal cases.

All applicants are required to submit an Annual Family Income Certificate issued by the SDM or DC at the time of application. Applications must be submitted online through the National Scholarship Portal (NSP) at http://scholarships.gov.in on or before 31st October 2025. Complete guidelines for both schemes are available under the 'UGC Schemes' section on the NSP.

Applicants are advised to ensure that their application is complete and accurate. Please note that incomplete, false, late applications or application marked as 'defect' and thereafter not acted by the student within time-limit, will be summarily rejected and no correspondence will be made in this regard.

ICA/D-496/25

(R. Bhattacharjee)
Director In-Charge,
Higher Education, Government of Tripura

১০ কোটি যুবক-যুবতী এবং ১.১৯ লাখের বেশি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই মাই ভারত প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ভারতের যুবকদের ডিজিটাল মাধ্যমে সংযুক্ত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক আজ ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের সঙ্গে মাই ভারত ২.০ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নের জন্য একটি স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি সই হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মানসুখ মাণ্ডবিয়া, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীর উপস্থিতিতে, এবং অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (তথ্যপ্রযুক্তি, রেলপথ ও সম্প্রচার) এর উপস্থিতিতে।

এই স্মারক অনুযায়ী, মাই ভারত প্ল্যাটফর্মটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি হবে, যাতে নতুন ফিচার যোগ করা হবে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, প্রবেশযোগ্যতা, এবং কার্যকারিতা উন্নত হবে। মাই ভারত ২.০ হবে একটি মডুলার আর্কিটেকচার-ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা যুবদের জন্য আরও কার্যকরী এবং সহজলভ্য হবে। প্ল্যাটফর্মটি অ্যান্ড্রয়েড এবংঙ্ঙছ-এ উপলব্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করবে। অনুষ্ঠানে ড. মানসুখ মাণ্ডবিয়া বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মাই ভারত-কে যুবদের জন্য একটি একক সমাধান হিসেবে কল্পনা করেছেন, যা তাদের দিশা, উদ্দেশ্য এবং সুযোগের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। মাই ভারত ২.০ হবে একটি একক উইন্ডো ডিজিটাল ইকোসিস্টেম যা যুবকদের ক্যারিয়ার তৈরির সুযোগ,

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 14/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Development of infrastructure at Kalyanpur market under Kalyanpur Agri. Sub-Division (RIDF-XXVIII) Scheme 2022-23/S.H:-Providing Internal Electrification. (21/AGRI/EE(WEST)/2025-26)	Rs. 3,04,907/-	Rs. 6,098/-	Up to 10/07/2025 AT 2.00 PM	On 10/07/2025 AT 3.00 PM (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 1236/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of
Tripura Department of Agriculture & F.W Agartala, Tripura (West)

SACHIN DEB BARMAN MEMORIAL GOVT. MUSIC COLLEGE
Lichubagan, Agartala, Pin-799010
Website: - https://www.sdmgovtmusiccollege.in Email: - [illegible]@gmail.com

দ্বিতীয় পর্বে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

কোর্স	বিষয়	যোগ্যতা	ফর্ম বিলি ও জমা	যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষা	নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর নামের তালিকা প্রকাশ	ভর্তি
৪ বছরের ডিগ্রী কোর্স (BPA)	১)হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২)রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩)তবলা ৪) যন্ত্র সঙ্গীত: (সেতার, সরোদ) ৫)নৃত্য - কথক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স (DMus)	১)হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২)রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩)তবলা ৪) যন্ত্র সঙ্গীত (সেতার, সরোদ) ৫)নৃত্য - কথক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী, [illegible]	[illegible]				

Sd/-
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

ভর্তি ফর্ম কলেজ Website থেকে Download করা যেতে পারে।
Website :-https://www.sdmgovtmusiccollege.in

ICA/D-494/25

চার ধাম যাত্রার ২৪ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ভারী বৃষ্টির কারণে স্থগিত হয়েছিল যাত্রা

উত্তরাখণ্ড, ৩০ জুন: ভারী বৃষ্টিপাত এবং একটি মেঘবৃষ্টির কারণে উত্তরাখণ্ডের বারকোট এলাকায় গত রবিবার ঘটে যাওয়া একটি মারাত্মক ভূমিধসের পর চার ধাম যাত্রা ২৪ ঘণ্টার জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। তবে সোমবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আবহাওয়া পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর চার ধাম যাত্রার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

গারওয়াল ডিভিশনাল কমিশনার বিনয় শঙ্কর পান্ডে এ বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন, 'আজ (সোমবার) থেকে চার ধাম যাত্রার ওপর থেকে ২৪ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে, যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য যাত্রাপথের আশপাশে প্রশাসন স্থানীয় আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে।' তিনি আরও জানান যে, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনকে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের পর, ভারতের আবহাওয়া দপ্তর একটি সতর্কতা জারি করে, যার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চার ধাম যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। একইদিনে, উত্তারাখণ্ডের উত্তারকাশী জেলার বারকোট-যামুনোত্রি সড়কে একটি মেঘবৃষ্টি ঘটার পর, সিলাই নামক অঞ্চলের কাছে একটি বড় ভূমিধস হয়। এই ভূমিধসের ফলে দুটি নির্মাণ শ্রমিক নিহত হন এবং আরও সাতজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রশাসন। নিহত শ্রমিকদের মধ্যে ৪৩ বছর বয়সী কেওয়াল বিষ্ট, যিনি নেপালের রাজাপুর জেলা থেকে এসেছিলেন, এবং ৫৫ বছর বয়সী দুজে লাল, যিনি উত্তরপ্রদেশের পিলভীত থেকে এসেছিলেন, তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধারের জন্য তৎকালীন উদ্ধারকারী দল এবং প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে। এছাড়া, ভূমিধসের কারণে রাস্তার একাধিক জায়গায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে একটি প্রধান সড়ক বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ লাইনও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উত্তরাখণ্ডের উত্তারকাশী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট প্রশান্ত আর্য্য জানান যে, মেঘবৃষ্টি এবং ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট রাস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি মেরামত করা হয়েছে এবং পুনরায় যাত্রী চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

দলের অভ্যন্তরেও গণতান্ত্রিক

● **প্রথম পাতার পর**

কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণতে আনতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। আসলে বিজেপি সরকার সন্ত্রাসকে পুঁজি করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছে, বলে দাবি তাঁর। একমাত্র বিরোধীরা নয় রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আইন শৃঙ্খলা বজায় নেই বলছেন।

তাঁর কথায়, প্রতিনিয়ত রাজ্যে গণতন্ত্রের জবাই হচ্ছে। বিজেপি নিজ হাতে গণতন্ত্রের হত্যা করছে। যাঁরা ভোট দিয়ে বিজেপিকে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় বসিয়েছেন তাঁরা রাজ্যের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখে খুশি নন। বর্তমানে বিজেপি জনগণের পাশাপাশি নিজ দলের অভ্যন্তরেও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, বলে দাবি করেন তিনি।

সাত বছরে রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরা সরকার ও বিদ্যুৎ দপ্তর সৌরবিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে প্রায় ৭ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক ছিলেন। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৩১ লক্ষে।

"সাত বছরে ৩.৩১ লক্ষ নতুন গ্রাহক যুক্ত হয়েছেন। যেখানে গত ৩৫ বছরে মাত্র ১২টি ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছিল, আমরা ইতিমধ্যেই ২০টি সম্পূর্ণ করেছি। আগে ১৩২ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৮৫ কিলোমিটার, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৯৮৬ কিলোমিটার। ৩৩ কেভি সাব-স্টেশনের সংখ্যা ৪২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৪। ১১ কেভি সাব-স্টেশন ১৬,৮২১ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১,৫৯৮। আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল আগে ছিল মাত্র ৯৫ কিমি, এখন তা ৫৭১ কিমি। আগে প্রিপেইড মিটার ছিল নাএখন ১,৬১,৭০০টি প্রিপেইড মিটার এবং ৭১,৯৪৬টি স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছে।"

মন্ত্রী আরো বলেন, 'হুক লাইন'-এর অপব্যবহার বন্ধ করতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। হুক লাইন সনাক্ত করতে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করেই 'লাইভ লাইন'-এ কাজ করার নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

তিনি জানান, রানির বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য পৃথক বিদ্যুৎ সংযোগের পরিকল্পনা চলছে। একইভাবে রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালেও এমন সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গ্রিডকে আরও শক্তিশালী করতে সূর্য্যমণিনগরে একটি ৪০০ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ১৮০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ পরিবহন অবকাঠামো আধুনিকীকরণ প্রকল্প বর্তমানে চলমান। ৯টি নতুন ১৩২ কেভি সাব-স্টেশনের মধ্যে ৮টি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, একটি নির্মাণাধীন। ৭টি পুরনো ১৩২ কেভি সাব-স্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আগরতলা ৭৯ টিলা থেকে রুখিয়া পর্যন্ত পুরনো লাইনে নতুন প্রযুক্তির কেবল সংযুক্ত করা হচ্ছে বলে জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী।

খাদ্য ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, এক সময় রানীরবাজার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য খয়েরপুর বা জিরানীয়া সাব স্টেশনের উপর নির্ভর করতে হত। তাতে অনেক সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে সমস্যা দেখা দিত। রাণীরবাজার সাব স্টেশনটি চালু হওয়ায় এলাকাবাসী এখন থেকে আরও ভালো বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরুদাস, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রণজিৎ রায় চৌধুরী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশমশিল্প অধিকার দ্বারা আগামী ৭ই আগস্ট ২০২৫ ইং, ১১তম জাতীয় হস্ততাঁত দিবস উপলক্ষ্যে হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য স্টেট মেরিট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ ইং-এর জন্য ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসকারি হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্পীদের থেকে নির্দিষ্ট ফর্ম এর মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

অ্যাওয়ার্ড এর বিবরন:-

ক্রমিক নং	ট্রেড	১ম পুরস্কার	২য় পুরস্কার	৩য় পুরস্কার
০১	হস্ততাঁত শিল্প	নগদ মং ১০,০০০/- টাকা	নগদ মং ৭,৫০০/- টাকা	নগদ মং ৫০০০/- টাকা
০২	হস্তকারু শিল্প	নগদ মং ১০,০০০/- টাকা	নগদ মং ৭,৫০০/- টাকা	নগদ মং ৫০০০/- টাকা
০৩	রেশম শিল্প	নগদ মং ১০,০০০/- টাকা	নগদ মং ৭,৫০০/- টাকা	নগদ মং ৫০০০/- টাকা

ইচ্ছুক আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট ফর্ম এর মাধ্যমে নিকটবর্তী হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প ক্লাস্টার অফিসে ৩ (তিন) টি শিল্পের নমুনা সহ আগামী ২১শে জুলাই ২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে (রেশম শিল্পীদের কোন প্রকার নমুনা জমা দিতে হবে না এবং রেশম শিল্পীদের ক্ষেত্রে রেশমগুটির উৎপাদন ও ক্লাস্টার অফিসে বিক্রয়ের তথ্যের উপর বিবেচনা করা হবে)।

বিস্তারিত তথ্য ও দরখাস্ত ফর্ম এর জন্য নিকটবর্তী ক্লাস্টার অফিস অথবা ইন্দ্রনগর, আগরতলাস্থিত হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প অধিকার কার্য্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প শাখায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ICA/D-491/25

হস্ততাঁত হস্তকারু ও রেশম শিল্প অধিকার

ভাড়া বাড়ছে রেলের

● **প্রথম পাতার পর**

৫ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি পাবে।

রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত, বন্দে ভারত, তেজস-এর মতো প্রিমিয়াম ও বিশেষ ট্রেনের ক্ষেত্রেও এই নতুন ভাড়া প্রযোজ্য হবে। রিজার্ভেশন ফি, সুপারফাস্ট সারচার্জ ও অন্যান্য চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে এবং জিএসটি পূর্বের নিয়ম অনুসারেই প্রযোজ্য হবে। রেল মন্ত্রক সমস্ত জোনাল রেলওয়েকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে এবং স্টেশনগুলিতেও ভাড়ার তালিকা হালনাগাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র

● **প্রথম পাতার পর**

করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

জনগণের সমস্যা সমাধানে বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। এখন দেখার বিষয়, বিদ্যুৎ দপ্তর এই দাবিগুলো পূরণে কতটা দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

মোদীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধশালী

● **প্রথম পাতার পর**

তার সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৯২৯ টাকা দান করেছিলেন। ১০০ ফুট উঁচু স্তম্ভ, ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২০ ফুট প্রস্তের বৃহৎ এই জাতীয় পতাকা আজ উত্তোলন করা হয়।

নারী মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটছে। প্রশাসনের যদি আমাদের সঙ্গে দেখা করার সময় না থাকে, তাহলে তাঁরা আদৌ কী করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা শুধু সত্যটা জানতে এসেছি।

সত্যপাল সিং আশাবাদী, তিনি বলেন, নাড্ডার নির্দেশে আমরা এসেছি। আশা করছি মমতা দিদির সরকার আমাদের ঘটনাস্থলে যেতে দেবে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ দেবে, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলতে পারব।

এদিকে, এদিন বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানী দলটি কসবায় দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজে যায়, যেখানে এই নৃশংস ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। সেখান থেকে তাঁরা সাংবাদিক বৈঠকেও মিলিত হয়েছেন। কিন্তু কলেজে প্রবেশ করার সময় চরম বাধার সম্মুখীন হয় বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানকারী দল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাদের কলেজে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়। সেখানে গিয়ে দলের সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এদিকে তখন কসবা কলেজের বাইরে ধুন্ধুমার কান্ডের সৃষ্টি হয়। বাইরে বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং রাতজাগা অধিকার মঞ্চের সদস্যদের মধ্যে তীব্র ঝামেলার সৃষ্টি হয়। হাত্রাসের ঘটনায় কোথায় ছিল বিজেপির এই টিম, প্রশ্ন তুলেছেন অধিকার মঞ্চের সদস্যরা। তাতেই বিজেপি কর্মী ও রাতজাগা অধিকার মঞ্চের সদস্যদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। গণধর্ষণের ঘটনার জন্য তৃণমূল নেতাদের দায়ী করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে মহিলারাই সুরক্ষিত নন। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত, যার বিরুদ্ধে ২০১৩ সাল থেকে বিভিন্ন মামলা রয়েছে, সে কিভাবে একটি কলেজে চাকরি করতে পারে। মনজিতের বিভিন্ন ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকা সত্যেও তৃণমূলের বিধায়ক অশোক দেব তাকে কলেজে চাকরি দিয়েছে। ঘটনার সময় যারা গার্ড ছিল তাদেরকেও অশোক দেবের নেতৃত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাই এই ঘটনার জন্য সরাসরি তৃণমূলকে দায়ী করেছেন বিজেপি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আগামী প্রজন্মকে

● **প্রথম পাতার পর**

গান্ধী তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারপরে রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদের উপর চাপ সৃষ্টি করে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল, যা একটি কালো দিন হয়ে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আগামী প্রজন্মকে এই কালো দিন সম্পর্কে অবগত করার জন্য এবং এবিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এখান থেকে অবগত হয়ে পরে তারা এসম্পর্কে মানুষের কাছে বিষয়টি পৌঁছে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জরুরি অবস্থার ঘোষণা ভারতীয় সংবিধানের উপর সরাসরি আক্রমণ ছিল। কংগ্রেস শাসনের সময় গণতন্ত্রকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেটা আমরা দেখেছি। ত্রিপুরায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুখাময় সেনগুপ্ত। আমরা দেখেছি যে তারা কীভাবে মেইনটেনেন্স অফ ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এমআইএসএ) এর ব্যবহার করে সাংবাদিক থেকে শুরু করে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমরা দেখেছি কি পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল তখন। অনেক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমকে নিশানা করা হয়েছিল। আর এখন আমরা প্রকৃত উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংবিধান রক্ষার জন্য কাজ করছেন।

এই কার্য্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক ভগবান দাস, মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদার সহ জেলা ও মন্ডল স্তরের বিভিন্ন নেতৃত্ব।

বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে

● **প্রথম পাতার পর**

মৌখিক ভাবে বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের কাছে গ্রামের বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য জানালেও সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কার্যকরী ভুমিকা নেওয়া হয়নি। গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য গ্রামবাসীরা কৈলাসহরের মহকুমাশাসক এবং ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের কাছেও কয়েকবার লিখিত ভাবে জানালেও কেউ কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি বলেও জানান বিক্ষোভকারীরা।

গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ পরিষেবার উপর অতিষ্ঠ হয়ে চজ সকাল দশটা থেকে কৈলাসহরের টিলাবাজার ট্রাই জংশনে টিলাবাজার-বাবুরবাজার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। গ্রামবাসীরা একইসাথে টিলাবাজার-বাবুরবাজার রাস্তার পাশাপাশি টিলাবাজার-ধলিয়ারকান্দি রাস্তাও অবরোধ করেন।

এদিকে, একইসাথে দুইটি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শনের খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে গিয়েছে ইরানি থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। অবরোধকারীরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে অবরোধস্থলে গাড়ির টায়ার আগুনে পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অবরোধের প্রাথমিকভাবে ইরানি থানার পুলিশ অবরোধস্থলে এসে অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করতে চাইলে অবরোধকারীরা আলোচনাই করতে চান নি। অবরোধকারীরা জানায় যে, ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ পরিসেবার নামে গ্রামবাসীদের যে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ পরিসেবার নামে গ্রামবাসীরা যে দুর্ভোগ সহ্য করছেন তা আর কোনো ভাবেই মানা যাবে না। যতক্ষন অব্দি বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেওয়া হচ্ছে না, ততক্ষন অব্দি রাস্তা অবরোধ চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, গ্রামে লাগাতার লো ভোল্টেজ থাকার ফলে গ্রামের বড় পাম্প মেশিনটি দপ্তর গ্রাম থেকে তোলে নিয়ে যায়। এরফলে গ্রামে পানীয়জলের হাহাকার থাকলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিত ভাবে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে গ্রামে পুনরায় পাম্প মেশিন বসিয়ে পানীয়জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার দাবী করেন অবরোধকারীরা।

অন্যদিকে, সকাল দশটা থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু হলেও প্রশাসনিক কোনো আধিকারিক কিংবা বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের কোনো আধিকারিক অবরোধস্থলে দুপুর বারোটা অব্দি না আসায় এখনও অবরোধ জারী রয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র পদপ্রার্থী জোহারান মামদানি নির্বাচনী প্রচার নিয়ে সমালোচনার মুখে, নিজ অবস্থানে অনড়

নিউ ইয়র্ক, ৩০ জুন : নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির চমকপ্রদ বিজয়ী প্রার্থী জোহারান মামদানি তাঁর বামঘেঁষা প্রচারাভিযান ও বিতর্কিত নীতিগত অবস্থান নিয়ে উদ্ভূত দলীয় অস্বস্তি এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কটাক্ষের পরও নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন।

৩৩ বছর বয়সী মামদানি, যিনি বাংলাদেশী-মূলের এক মুসলিম ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান, সম্প্রতি এনবিসির 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে বলেন, "আমার মতে, সমাজে কেউই শত শত কোটি ডলারের মালিক হওয়ার মতো অবস্থানে থাকা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন এক চতুর্থাংশ নিউ ইয়র্কবাসী দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে।"

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র পদপ্রার্থী জোহারান মামদানি তাঁর প্রচারে শহরের সম্পত্তি কর ব্যবস্থাকে 'বৈষম্যমূলক ও অবিচারপূর্ণ" বলে উল্লেখ করে একটি বিতর্কিত কর সংস্কার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নীতিমালায় বলা হয়েছে, শহরের ধনী এবং "সাদা জনবসতিপূর্ণ" এলাকাগুলোর উপর করের বোঝা বাড়িয়ে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য সরকারি সেবা সম্প্রসারণ করা হবে। এই প্রস্তাব জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে বলে সমালোচকরা মন্তব্য করলেও, মামদানি তা নাকচ করে বলেন, "আমি কেবল বাস্তবতাকেই নাম দিচ্ছি।"

তাঁর প্রস্তাবিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, সার্বজনীন শিশুসেবা, প্রতি ঘণ্টায় ৩০ ডলার ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, ভাড়ার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং শহর-পরিচালিত সুপারমার্কেট স্থাপন। এই উচ্চাভিলাষী সামাজিক সেবা পরিকল্পনাগুলোর অর্থায়ন হবে নিউ ইয়র্কের শীর্ষ ১ আয়কারীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপের মাধ্যমে। মামদানি এই পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও বর্ণগত বৈষম্য হ্রাস করে একটি অধিক সমতাভিত্তিক শহর গড়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

ফক্স নিউজে এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মামদানিকে "একজন বিশুদ্ধ কমিউনিস্ট" আখ্যা দিয়ে হুঁশিয়ারি দেন, মামদানি জিতলে নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য ফেডারেল তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হবে। মামদানি তার জবাবে বলেন, "রাষ্ট্রপতি আমাকে নিয়ে যা বলছেন, তা মূলত আমার চেহারা, কণ্ঠস্বর, ধর্ম বা বংশ পরিচয়কে টার্গেট করে। তিনি এসব বলছেন কারণ আমি যেসব সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে লড়ছি, তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চান।"

তিনি আরও বলেন, "নিউ ইয়র্ক বিশ্বের সবচেয়ে ধনী শহর, অথচ এখানকার একজন মানুষও যদি অনাহারে থাকে, তা আমাদের ব্যর্থতা।" মামদানির ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থানও তাঁকে বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। তিনি ইসরায়েলকে গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেনযা ইসরায়েল সরকার প্রত্যাখ্যান করেছে।

এনবিসির সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি "গ্লোবালাইজ দ্য ইন্তিফদা" স্লোগানটিকে সমর্থন করেন কিনা। মামদানি উত্তরে বলেন, "এই ভাষা আমি ব্যবহার করি না," তবে তিনি এটি নিন্দা করতেও অস্বীকার করেন।

জিউিশ কমিউনিটির একাংশ এই স্লোগানকে সহিংসতামূলক ও অ্যান্টিসেমিটিক বলে মনে করলেও, মামদানি বলেন, "নিউ ইয়র্কের মেয়রের কাজ কারো ভাষা নিয়ন্ত্রণ করা নয়। ট্রাম্প প্রশাসন ইতোমধ্যেই প্রো-ফিলিস্তিনি কর্মীদের বাকস্বাধীনতা দমন করে তা করছে।"

তিনি আরো বলেন, "ঘৃণার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে কাজের মাধ্যমেশুধু কথায় নয়।" মেয়র পদে নির্বাচন হতে চলেছে এক বহুপ্রার্থীর জটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস, যিনি একসময় ডেমোক্রেটিক টিকিটে জিতেছিলেন, এবার স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে থাকা দুর্নীতির মামলাগুলি ট্রাম্প প্রশাসন প্রত্যাহার করায়, রাজনৈতিক মহলে "কোয়িড প্রো কুও"-এর গুঞ্জন উঠেছে। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হচ্ছেন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস-এর প্রতিষ্ঠাতা কার্টিস স্লিওয়া এবং স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন আইনজীবী জিম ওয়ালডেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাত্র দু''মাস আগে নির্মিত পিচ রাস্তা এখন মরণ ফাঁদে পরিণত, নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ জুন: মাত্র দু''মাস আগে নির্মিত পিচ রাস্তা এখন মরণ ফাঁদে পরিণত, নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। সাব্রুমের জনজাতি অধ্যুষিত লুধুয়ার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল দমদমা জাতীয় সড়ক থেকে লুধুয়া উপরের বাজার পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তাটি যেন পিচ ঢালাই করা হয়। যাতে করে লুধুয়া এলাকার দুটি এডিসি ভিলেজের লোকজনদের সাব্রুমের সাথে যোগাযোগের সমস্যার নিরসন হয়।

এলাকাবাসীর দাবি মেনে বর্তমান সরকার এই রাস্তাটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বরাত প্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা গত প্রায় দু''মাস আগে রাস্তায় পিচ ঢালাইয়ের কাজও সম্পন্ন করে ফেলে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে মাত্র দু''মাস না যেতেই পুরো রাস্তাটি বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে। প্রতিনিয়ত গাড়ি বাইক নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে জীবন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকার জনগন।এলাকাবাসীর অভিযোগ বরাত প্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা রাতের আঁধারে পিচ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে মেটালিং থেকে শুরু করে পিচ সব কিছুতেই একেবারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করেছে। যার ফলে দু''মাস যেতে না যেতেই রাস্তাটির বেহাল দশা। এই রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তার সঠিক তদন্ত করে ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ রাস্তাটি জনগণের চলাচলের উপযোগী করে তোলারও দাবি জানান এলাকাবাসীরা।

খোয়াই জেলার ১৫ দিনব্যাপি ধরতি আভা জনজাতি উৎকর্ষ অভিযানের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ জুন: খোয়াই জেলার ১৫ দিনব্যাপি ধরতি আভা জনজাতি উৎকর্ষ অভিযানের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় পদ্মবিলে। সারা দেশের সাথে খোয়াই জেলাতেও ১৫ দিন ব্যাপি ধরতি আভা জনজাতি ভাগিধারি অভিযান এই কর্মসূচি হয়। এই ১৫ দিন ব্যাপি জন জাতিদের সচেতনতার শিবির, প্রত্যন্ত এলাকা শিবিরের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংশা পত্র প্রদান করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১৫ দিন ব্যাপী খোয়াই জেলার ৩৬টি এ ডি সি ভিলেজে। ধরতি আবা জনজাতি উৎকর্ষ অভিযান আজ সমাপ্তি দিন। জেলার মূল সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি হয় পদ্মবিল আর ডি ব্লকে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তাছাড়া উপস্থিত ছিল পদ্মবিলের বি সি এ চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা, ব্লকের বিডিও অমিত কুমার জামাতিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান সুরজিৎ দেববর্মা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে স্টল খোলা হয়েছে। জনজাতিদের অর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আইস বক্স সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে রাখা লক্ষাধিক টাকার শাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ জুন: রবিবার গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে সাব্রুম থানার পুলিশ ও বিএসএফ এর এক যৌথ অভিযানে বাংলাদেশে পাচারের জন্য রাখা ৩,৪০,৬০০ টাকা মূল্যের শাড়ি আটক করে মহকুমার প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকার ভাঙ্গামুড়া থেকে। পুলিশের তরফ থেকে এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন এসআই ভোলানাথ শীল। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এই শাড়ি গুলিকে হার্বাতলি এডিসি ভিলেজের ভাঙ্গামুড়ার জঙ্গলে লুঙ্গার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আটককৃত শাড়িগুলি বিএসএফের তরফ থেকে কাস্টমস এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ডাস্টবিনে ফেলে দেব': তেজস্বী যাদবের ওয়াকফ আইন মন্তব্যের পর বিজেপির তীব্র প্রতিবাদ, বিহার নির্বাচন জল্পনা

পাটনা, ৩০ জুন : বিহারের বিরোধী দল রাষ্ট্রীয় জনতা দল-এর নেতা তেজস্বী যাদবের সম্প্রতি করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তেজস্বী যাদব দাবি করেছিলেন যে, বিহারে যদি মহাগঠবন্ধন ক্ষমতায় আসে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশ করা ওয়াকফ সংশোধনী আইনটি 'ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হবে।' এই মন্তব্যের পর, বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদি এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বরা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছেন, যা বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি করেছে।

বিজেপি নেতা ডক্টর সুধাংশু ত্রিবেদি আজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে তেজস্বী যাদব সংসদ ও দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি কোনো সম্মান দেখান না। তার মন্তব্য একদিকে যেমন সংসদের ক্ষমতাকে অপমান করেছে, তেমনি এটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধেও একটি খোলামেলা চ্যালেঞ্জ।' তিনি আরও বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক যে, গতকাল পাটনায় তেজস্বী যাদব একটি জনসভায় দাঁড়িয়ে সংসদের পাশ করা একটি আইনকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।'

ত্রিবেদি দাবি করেন যে, তেজস্বী যাদবের এই মন্তব্য ইন্ডিয়া জোটের পুরনো মানসিকতার প্রতিফলন, যা তারা জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পরও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 'এটি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, এই দলগুলি এখনও সেই পুরনো অভ্যেস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না যেখানে তারা সংবিধান ও সংসদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়,' বলেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তেজস্বী যাদব রবিবার পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত 'ওয়াকফ বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও' সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেন, 'বিহারে শাসক এনডিএ সরকার অচিরেই বিদায় নেবে। নতুন সরকার যখন আসবে, তখন আমরা কেন্দ্রের দ্বারা আনা ওয়াকফ সংশোধনী আইনটি ডাস্টবিনে ফেলে দেব।' তেজস্বী যাদব আরও দাবি করেন, এই আইনটি মুসলিম জনগণের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ এবং তা সমাজের একাংশের স্বার্থে গঠিত।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মন্তব্য, কারণ বিহারের বিধানসভা নির্বাচন আগামী কিছু মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এবং এই ধরনের প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

বিহার সরকারের মন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে তেজস্বী যাদবের মন্তব্যের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'এই ধরনের মন্তব্য শুধু সংসদ ও সংবিধানের প্রতি অসম্মান নয়, এটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা। একজন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে এমন বক্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক।'পাণ্ডে আরও বলেন, 'কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা কীভাবে এমন একটি বক্তব্য দিতে পারেন যেখানে সংসদে পাশ হওয়া একটি আইনকে খারিজ করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে? এটা শুধু একটি আইন নয়, বরং এটি দেশের সংবিধান ও তার কাঠামোর প্রতি এক ধরণের অপমান।'

বিহারের আরেক মন্ত্রী প্রেম কুমারও তেজস্বী যাদবের মন্তব্যকে ভুল প্রমাণ করতে অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি একটি অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ। এটি মুসলিম সমাজের গরিব, মহিলা ও বিধবাদের জন্য উপকারে আসবে। এই আইনের মাধ্যমে, কিছু মানুষের হাতে ওয়াকফ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এবং এই সম্পত্তির আয় সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।'তেজস্বী যাদব অবশ্য বিজেপির সমালোচনার বিরুদ্ধে সরাসরি পালটা মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চায়, তাই তারা আমাদের বক্তব্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করছে। আমরা কখনোই বলিনি যে আমরা সংসদ বা সংবিধানকে অমান্য করব। আমরা শুধুমাত্র সেই আইনটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছি যা কিছু পক্ষের স্বার্থে আনা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী আইনটি মুসলিমদের জন্য নয়, বরং কিছু বিত্তশালী ও একচেটিয়া ব্যক্তির জন্য কাজ করছে। আমাদের লক্ষ্য হল সমাজের সাধারণ জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করা।'

ছেছুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এক দিবসীয় ধ্যান ও আধ্যাত্মিক কর্মশালা সংঘটিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: আজ জাতীয় সেবাশ্রম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পিরামিড স্পিরিচুয়াল সোসাইটি মুভমেন্টের সহযোগিতায় ছেছুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এক দিবসীয় ধ্যান ও আধ্যাত্মিক কর্মশালা সংঘটিত হয়। ধ্যানের মূল তত্ত্ব ও উপকারিতা,শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা,ছাত্রদের মধ্যে মনঃসংযোগ বৃদ্ধির কৌশল,শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক জীবন গঠনের অনুপ্রেরণা ছিল আজকের কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

পিএসএসএম ত্রিপুরার পক্ষ থেকে ধ্যানের সঠিক পদ্ধতি ও আত্মজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ধ্যান শুধু আত্মিক উন্নতি নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার এই বার্তাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় সেবাশ্রম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পিএসএসএম ত্রিপুরাকে এবং ছেছুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের এই মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

আগরতলা প্রেসক্লাবের নবীন ও প্রবীণ সাংবাদিকদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নবীন প্রবীণ সাংবাদিকরা হাতে হাত ধরে সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে হওয়া গাছ রোপণের কর্মসূচি পালন করলেন। আগরতলা প্রেসক্লাব সংলগ্ন পার্কে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নবীন প্রবীণ সাংবাদিকরা হাতে হাত ধরে সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে হওয়া গাছ রোপণের কর্মসূচি। সূচনা করেন বরিষ্ঠ সম্পাদক সুবল কুমার দে, তাছাড়াও আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সভাপতি প্রণব সরকার, সহ সভাপতি চিত্রা রায় সহ পরিচালন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্যরা পরিবেশ রক্ষার বার্তা সারা বছরই নানা প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকেন। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে হওয়া গাছ লাগানোর কর্মসূচি থেকে পরিবেশ রক্ষার সচেতনতামূলক কর্মসূচি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে থাকেন। পরিবেশ রক্ষার সেই বার্তা দিয়েই আগরতলা প্রেসক্লাবের বরিষ্ঠ সদস্য, পরিচালন কমিটি সহ সাংবাদিকরা গাছ রোপণ করেছেন। যারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন আগরতলা প্রেসক্লাবের পরিচালন কমিটি।

হায়দ্রাবাদে পাটাঞ্জেরুতে রাসায়নিক কারখানায় বিশাল বিস্ফোরণ, ২০ জনের বেশি শ্রমিক আহত, কয়েকজন আটক

পাটাঞ্জেরু, ৩০ জুন: আজ সোমবার তেলঙ্গানার পাটাঞ্জেরুর পাশামাইলারামে একটি রাসায়নিক কারখানায় ঘটে যাওয়া একটি বিশাল বিস্ফোরণের পর কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন এবং বেশ কিছু শ্রমিক এখনও কারখানার ভেতরে আটকা পড়ে রয়েছেন। বিস্ফোরণের সূত্রপাত একটি রিঅ্যাকটর বিস্ফোরণ থেকে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে। বিস্ফোরণের ফলে কারখানার একাংশে তীব্র আগুন লেগে যায় এবং এটি আশপাশের এলাকা জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পাটাঞ্জেরু, হায়দ্রাবাদ শহরের পাশেই অবস্থিত পাশামাইলারাম এলাকায় সিগাচি কেমিক্যালস নামে একটি রাসায়নিক কারখানায় এ বিস্ফোরণটি ঘটে। এটি একটি বাণিজ্যিক শিল্প এলাকা, যেখানে বেশ কয়েকটি রাসায়নিক শিল্প কারখানা রয়েছে। বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, কারখানার বেশ কিছু অংশ উড়ে যায় এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্ফোরণটির ফলস্বরূপ এক মুহূর্তেই বিশাল আকারের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং আশেপাশের এলাকাগুলিও বিপদগ্রস্ত হয়।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিস্ফোরণের সময় কারখানার ভিতরে অনেক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে অন্তত ২০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। অনেক শ্রমিক কারখানার বিভিন্ন অংশে আটকা পড়ে রয়েছেন, এবং উদ্ধারকারী দল তাদের উদ্ধারের জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আহত শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা খুবই গুরুতর বলে জানা গেছে। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু আগুনের তীব্রতা এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি উদ্ধারকাজে বাধা সৃষ্টি করছে।

দমকল বাহিনী ও উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। বেশ কয়েকটি দমকল ইঞ্জিন ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা কারখানার ভিতরে আটকা পড়া শ্রমিকদের বের করার জন্য মানবিক উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে, তবে পুরো আগুন নেভানোর কাজ এবং উদ্ধারকাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে না।

এই দুর্ঘটনার পর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক জানিয়েছেন এবং তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই দুর্ঘটনায় যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাদের জন্য আমি গভীর সমবেদনা জানাই।' প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও ঘোষণা করেছেন যে, নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়া, আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হবে।

এ ঘটনার পর, স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা উদ্ধারকাজে সহায়তা দিচ্ছেন। জেলা প্রশাসন ও উদ্ধারকর্মীরা ২৪ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যাবেন, যাতে কোনো শ্রমিকের জীবন বাঁচানো যায় এবং সঠিকভাবে উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, আশপাশের বাড়িগুলোর জানালা কেঁপে উঠেছিল এবং বহু দূর থেকেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। একাধিক দমকল বাহিনী এবং অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং উদ্ধারকাজ চলছে। এই দুর্ঘটনা তেলঙ্গানার জন্য একটি বড় বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে রাসায়নিক শিল্প কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। যদিও তদন্তের কাজ চলছে, তবে নিরাপত্তা নিয়মকানুন আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, রাসায়নিক শিল্প কারখানায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিয়মের অভাবের কারণে এই ধরনের বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এখন পর্যন্ত, উদ্ধারকাজ চলছে এবং আরও বিস্তারিত তথ্য আসার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রশাসন আশাবাদী যে, যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত শ্রমিককে উদ্ধার করা যাবে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

সাত সকালে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৩০ জুন : সাত সকালে বিশালগড় পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গকুলনগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন দেবনাথ পিতা মৃত মনিন্দ্র দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিল।এলাকাবাসীরা, জানিয়েছে বেশ কয়েক মাস ধরে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। পূর্ব গকুলনগর স্কুলের পাশেই তার বাড়ি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, বাড়িতে তার সৎ মা এবং ভাই রয়েছে। পরিবারটি খুবই দরিদ্র পরিবার হওয়াতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিন্ময় মজুমদার এবং বিশালগড় থানার ওসি সনজিত সেন মৃতদেহের সৎকারের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

পুলিশের হাতে আটক চার নেশা কারবারি

আগরতলা, ৩০ জুন: নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে চার যুবক। তার কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ব্রাউন সুগার, নগদ ৭ হাজার টাকা, একটি মোবাইল, একটি স্কুটি এবং বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন এস ডি পিও দেবপ্রসাদ রায়।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পূর্ব আগরতলা থানায় খবর আসে বাইক নিয়ে কিছু যুবক মহারাজগঞ্জ লাল মাটিয়া এলাকায় নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করতে আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে বাইক, স্কুটি সহ চারজন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে।

তিনি আরও বলেন, ধৃতরা হলেন, রাজীব রায় মিঠুন দাস, রাহুল রায় এবং বিমল বর্ধণ। তাদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ব্রাউন সুগারের কৌট, নগদ ৭ হাজার টাকা, একটি মোবাইল, একটি স্কুটি এবং বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে।

জমিতে চাষ করতে গিয়ে ট্রাক্টরের ব্লেডের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত কৃষক

আগরতলা, ৩০ জুন : জমিতে চাষ করতে গিয়ে ট্রাক্টরের ব্লেডের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক কৃষক। ওই ঘটনায় সোমবার সকালে খোয়াই থানাধীন ধলাবিল কলোনী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খোয়াই ধলাবিল কলোনি এলাকায় আজ সকাল আটটা নাগাদ পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষাবাদ করার সময় গুরুতর আহত হয়েছে কৃষক বিধান দাস (৫০)। এক জমিতে চাষাবাদ শেষ করে অন্য জমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় জমির আলের মধ্যে আটকে যায় পাওয়ারটিলার। সেই সময় বিধান দাসের বাম পা পাওয়ার টিলারের ধারালো ব্লেইটের মধ্যে আটকে যায়। তাতে পায়ের হাড় ভাঙ্গে ভেঙ্গে যায়। প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়ে সাথে সাথে খবর দিয়েছেন দমকলবাহিনীকে। দমকলকর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে রড চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই চোর

বিশালগড়, ২৯শে জুন : ছুটির দিনে রড চুরি করতে গিয়ে এলাকাবাসী ও নাইট গার্ডের হাতে ধরা পড়ল দুই চোর। রবিবার সকালে বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, নেশার টাকা জোগাড় করতেই এই নেশাগ্রস্ত যুবকরা প্রতিনিয়ত এলাকায় এমন অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

সকালে তিন চোর স্কুলের লোহার রড চুরি করতে যায়। স্কুলের নাইট গার্ডের হাতে দুই চোর ধরা পড়লেও একজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ এসে দুই চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

দুপুরের দিকে এই দুই চোরকে এলাকাবাসীর একাংশ উত্তম-মাধ্যম দেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন যে এই নেশাগ্রস্ত যুবকরা নেশার টাকার জন্য এলাকায় বিভিন্ন চুরি ও অসামাজিক কাজ করে আসছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাবাসীর হাত থেকে চোরদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছোটসুরমা পঞ্চায়েতের বারোদুন গ্রামে খুন হওয়া আশিস দাসের বাড়িতে গেলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ জুন: কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা ছোটসুরমা পঞ্চায়েতের বারোদুন গ্রামে খুন হওয়া আশিস দাসের বাড়িতে যান এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। সোমবার দুপুরে রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা ছোটসুরমা পঞ্চায়েতের বারোদুন গ্রামে খুন হওয়া আশিস দাসের বাড়িতে গিয়ে তার শোকার্ত পিতা মাতা সাথে কথা বলে গভীর শোক ও সমবেদনা জানান।

উপস্থিত ছিলেন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতা অনিল দাস, সুরমা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রতন চন্দ, কমলপুর ব্লক সভাপতি দেবব্রত মালাকার সহ কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা দীর্ঘ সময় ধরে প্রয়াত আশিস দাসরে পিতা মাতার সাথে কথা বলে আশিস দাস হত্যার দিন থেকে শুরু করে আশিসের মৃতদেহ সনাক্ত করা পর্যন্ত বিবরণ শুনেন। রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সাহা দুঃখ প্রকাশ করেন।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি আশিস দাস বলেন , এঘটনা যখন জানতে পারলাম এই খুনের হাত অনেক লম্বা। অনেক দুর পর্যন্ত গড়িয়েছে। এতো বড় একটা খুনের ঘটনা ঘটলো স্থানীয় শাসক দলের নেতৃত্বরা আশিস দাসের পরিবারে এসে শোক ও সমবেদনা জানতে পারতো। তাদের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য এই খুনের ঘটনা ঘটে। রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সাহা আশিস দাস হত্যা পূর্ন তদন্তের জন্য রাজ্য পুলিশের মহাপরিদর্শক এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিকট দেখা করে দাবি জানাবেন বলে জানান।

রাজ্য সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেটে আজ ৫টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নিতে আজ মাঠে নামছে শক্তিশালী সদর মহকুমা। প্রতিপক্ষ কমলপুর মহকুমা। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। ইতিমধ্যে দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয় পেয়ে সদর মহকুমা গ্রুপের শির্ষে রয়েছে। অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচে জয়লাভ করেছে কমলপুর মহকুমা। আজ কমলপুর জয় করা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী নিরূপম সেন - রা।

দু দলই সোমবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। এদিকে মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে কৈলাসহর মহকুমা খেলবে উদয়পুর মহকুমার বিরুদ্ধে। দু দলই শেষ ম্যাচে পরাজিত হয়েছিল।

ফলে আজ যে দলই জয়লাভ করবে সেই দলই সেমিফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে কিছুটা হলেও এগিয়ে যাবে। আজ ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে উদয়পুর মহকুমা। শেষ ম্যাচে শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে কিছুটা চাপে উদয়পুর মহকুমা। অপরদিকে বিশালগড় মহকুমার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল কৈলাশহর মহকুমা। ঘুরে দাঁড়াতে দু দলই আজ জয় চাইছে। এদিকে প্লেট গ্রুপে আজ হবে তিনটি ম্যাচ। উদয়পুরের জামজুরি স্কুল মাঠে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নিতে আজ মাঠে নামবে জিরানিয়া মহকুমা। প্রতিপক্ষ বিলোনিয়া মহকুমা। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে জিরানিয়া মহকুমা এখন শীর্ষস্থানে রয়েছে। ফলে আজ জয় পেলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে। অমরপুরের রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অমরপুর খেলবে লংতরাইভ্যালি মহকুমার বিরুদ্ধে এবং ধর্মনগরের কলেজ স্টেডিয়ামে কাঞ্চনপুর মহকুমা খেলবে ধর্মনগর মহকুমার বিরুদ্ধে। প্লেট গ্রুপের ছয় দলই সোমবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। প্লেট গ্রুপে আজ ফেভারেট হিসেবেই মাঠে নামবে জিরানিয়া, অমরপুর এবং ধর্মনগর মহকুমা বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

বল হাতে বিধ্বংসী ছোট্ট দীপাঞ্জন প্রথম জয় লংতরাইভ্যালি মহকুমার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড়দের সঙ্গে খেলে দাপট দেখালো অনূর্ধ ১৪ বছরের এক খুদে ক্রিকেটার। লো স্কোরিং ম্যাচে কার্যতো একাই লংতরাইভ্যালি মহকুমাকে জয় এনে দিলো ছোট্ট দীপাঞ্জন দাস। জীবনের সেরা বোলিং করে। দীপাঞ্জনের বাঁহাতের ভেলকিতে কুপোকাৎ গন্ডাছড়া মহকুমা। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। স্নেহাশীষ দাস এবং মোনালিসা চাকমার এক ছেলে এবং মেয়ের ছোট দীপাঞ্জন এর হাত ধরে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে জয় পেলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে লংতরাইভ্যালি মহকুমা জয় লাভ করে দুই রানে। গেলো তিন বছর ধরেই ক্রিকেট খেলে আসছে ছৈলেংটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র দীপাঞ্জন।

গেলো দু’’বছর কোচ তপন দে ঘসে মেজে তৈরি করে ওই প্রতিভাবান ক্রিকেটারটিকে। যার সুফল পাওয়া গেল সোমবার। গন্ডাছড়া মহকুমার আটটি উইকেট তুলে নিয়ে কার্যত একাই জয় এনে দিল দীপাঞ্জন। এবং সংবাদ শিরোনামে চলে আসলো ওই খুদে ক্রিকেটারটি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে লংতরাইভ্যালি মহকুমা মাত্র ৫৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সুরজ গুরুং ৩৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং সঞ্জয় মালাকার ৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন।

দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। গন্ডাছড়া মহকুমার পক্ষে প্রলয় দাস সাত রানের তিনটি, শেখর দেব শূন্য রানে এবং নয়ন সরকার ১৮ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দীপাঞ্জন দাসের বাঁ হাতের ভেলকিতে শুরু থেকেই বেকায়দায় ছিল গন্ডাছড়া মহকুমা।

শেষ পর্যন্ত দল ৫৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নয়ন সরকার ৩৪ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৯ এবং প্রলয় দাস ১৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের ৬ জন ব্যাটসম্যান কোনও রানই করতে পারেননি। লংতরাইভ্যালি মহকুমার পক্ষে দীপাঞ্জন দাস ২৭ রানে আটটি উইকেট দখল করেন।

প্রাক্তন ক্লাবের কাছে হারলেন মেসি, ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ইন্টার মায়ামির

ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেন লিয়োনেল মেসি। রবিবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেল তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামি। প্যারিস সঁ জরমঁ জিতল ৪-০ গোলে। জোড়া গোল করলেন জোয়াও নেভেস। একটি গোল আশরফ হাকিমির। মায়ামির আভিলেস একটি আত্মঘাতী গোল করেছেন। ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল ইউরোপ সেরা ক্লাব প্যারিস। ধারেভারে অনেক এগিয়ে থাকা প্যারিসের বিরুদ্ধে বেশি ক্ষণ দাঁড়ানো যে মুশকিল হবে এটা মায়ামি জানতই। তাই বলে প্রথমার্ধেই চার গোলে পিছিয়ে পড়বে, এটা কেউই ভাবতে পারেননি। চার গোলের মধ্যে তিনটি হয়েছে ছ’মিনিটের মধ্যে। গোটা ম্যাচেই মায়ামির রক্ষণ ফালাফালা করে দিয়েছেন ভিটিনহা, ডেজিরে ডুয়ে, নুনো মেন্দেসরা। ছ’মিনিটেই এগিয়ে যায় পিএসজি। বক্সের বাঁ দিকে ফ্রিকিক পেয়েছিল তারা। ভিটিনহা দ্বিতীয় পোস্টে ক্রস করেন। নিখুঁত দৌড়ে নেভেস হেড করে বল জালে জড়িয়ে দেন। শুরুতেই গোল পেয়ে দাপটের সঙ্গে খেলতে থাকে ফ্রান্সের ক্লাব। একতরফা আক্রমণ করে যাচ্ছিল তারাই। মায়ামিকে নিজেদের অর্ধ থেকে বেরোতেই দিচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও গোল আসছিল না। বক্সের সামনে ভিড় বাড়িয়ে ফেলছিল মায়ামি। গোলের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না পিএসজি-র ফুটবলারেরা। মায়ামির ফুটবলারেরা প্রচুর মিসপাসও করছিলেন। প্রথমার্ধে মেসিকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। দু’-তিন বারের বেশি বল ধরতে পারেননি। সেটাও বেশি ক্ষণ নিজের দখলে রাখতে পারেননি তিনি। পিএসজির কোচ লুই এনরিকের অধীনে দীর্ঘ দিন বার্সেলোনায় খেলেছেন মেসি। তাই এনরিকে ভালই জানতেন কী ভাবে মেসিকে আটকানো সম্ভব। ৩৯ মিনিটে দলগত প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় গোল করে পিএসজি। সের্জিয়ো বুস্কেৎসের পা থেকে বল কেড়ে নেন ব্র্যাডলি বার্কোলা। তিনি পাস দেন ফ্যাবিয়ান রুইজকে। নিজে শট না নিয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে সেই বল নেভেসের দিকে বাড়িয়ে দেন রুইজ। নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোল করেন নেভেস। পাঁচ মিনিট পরে তৃতীয় গোল। ডান দিক থেকে ডুয়ের ভাসানো বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজের গোলেই ঢুকিয়ে দেন মায়ামির আভিলেস। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে আরও একটি গোল করে পিএসজি। এ বার ভিটিনহা দূরপাল্লার পাস দেন বার্কোলাকে। তাঁর থেকে বল পেয়ে হাকিমির শট বারে লাগে। ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন হাকিমি।

প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধে আত্মসমর্পণ করেনি মায়ামি। শুরু থেকে বল নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করছিল তারা। বেশ কয়েক বার আক্রমণেও ওঠে। মেসিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। এক বার গোলে শটও মারেন তিনি।

গিলের টেস্ট নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় দাবি শাস্ত্রীর

অধিনায়ক শুভমান গিলের শুরুটা ভালো হয়নি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেই হারতে হয়েছে। তবে বহু সমর্থকই চান ‘নতুন’ ভারতের দায়িত্ব থাক গিলের হাতে। সেই মতে বিশ্বাসী প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীও। তিনি মনে করেন, ইংল্যান্ডে ফলাফল যাই হোক না কেন, গিলকে আরও অন্তত তিন বছর সময় দেওয়া হোক।

হেডিংলি টেস্ট হারের পর অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচে শুভমান গিলের পারফরম্যান্স এখন আতস কাচের তলায়। তিনি নিজে সেঞ্চুরি করলেও দল হেরেছে। অনেকে মনে করেন, রোহিত-বিরাটের ব্যক্তিত্ব বা আগ্রাসী মনোভাব গিলের নেই। আবার অনেকের মতে, গিলের সফর সবে শুরু হল। তাঁকে সময় দেওয়া উচিত। রবি শাস্ত্রীও সেটাই মনে করেন।

তিনি বলছেন, “ও অনেক উন্নতি করেছে। যেভাবে ও মিডিয়াকে সামলেছে, যেভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে ও অনেক পরিপক্ক হয়েছে। ওকে আরও তিন বছর অধিনায়ক রাখো। এই সিরিজে যাই হোক না কেন, গিলকে বাধা দিও না বা ওকে নিয়ে ধারণা বদলিও না। তিনবছর ওকে সময় দাও। আমি মনে করি, ও ঠিকই ফলাফল দেবে।” শাস্ত্রী আরও বলছেন, “গিলের মধ্যে একটা রাজকীয় ভঙ্গি আছে। যেটা ধীরেসুস্থে ব্যাট করার সময় ফুটে ওঠে। যদি ও সময়ের সঙ্গে শিখতে পারে, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, তাহলে আমি তো গিল ছাড়া আর কোনও নাম দেখতে পাচ্ছি না।”

রবি শাস্ত্রীর আগে গিলের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতের বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরও। তিনি বলেছিলেন, “প্রথম টেস্টে সবাই একটু চিন্তায় থাকে। কিন্তু ও অসাধারণ পারফর্ম করেছে। সেঞ্চুরি করেছে। আমাদের ওকে সময় দেওয়া উচিত।” ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট ২ জুলাই থেকে শুরু।

ইন্ডিয়ার একাদশে দুই বড় বদল ঘটানোর পরামর্শ ভারতীয় প্রাক্তনীর

বার্মিংহাম: ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্টে পাঁচ পাঁচটি শতরান, তাও পরাজয়। এমন ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এর আগে কখনও হয়নি। তবে লিডসে পরাজিত হয়ে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছে ভারতীয় দল। ২ জুলাই থেকে এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে। নিঃসন্দেহেই সিরিজে সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপাবে টিম ইন্ডিয়া। এই টেস্টে ভারতীয় একাদশে কেমন কী হয়, কোনও বদল ঘটানো হয় কি না, সেইদিকে সকল ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর নজর রয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্ত কিন্তু প্রথম টেস্টের একাদশ থেকে দ্বিতীয় টেস্টে দুই বদল দেখতে চাইছেন। দীপের মতে করুণ নায়ারকে তিন নম্বরে খেলানো উচিত। সেক্ষেত্রে সাই সুদর্শনকে দল থেকে বাদ দিতে হবে। তিনি স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “স্বাভাবিকভাবে প্রথম টেস্টের পরেই খুব বেশি বদল ঘটাতে চায় না কেউই, তবে এটা একটা তরুণ দল, সেই কথাটাও মাথায় রাখতে হবে। অধিনায়ক নতুন, দলটাতেও অনেকে নতুন। তাই সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াটা জরুরি। করুণ নায়ার তিন নম্বরে ব্যাট করেই বেশি রান করেছেন এবং ভারতীয় এ দলের হয়েও তিনেই ব্যাট করেছিলেন। তাই ওকে তিন নম্বরেই ব্যাট করানোর চেষ্টা করা উচিত।” তিনি আরও যোগ করেন, “করুণ তিনে ব্যাট করলে ভাল হবে। সাই বরং নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো একজনের জায়গা তৈরি হয়। ও প্রয়োজনে দলের হয়ে কয়েকটি ওভার বলও করতে পারবে। আমি এক্ষেত্রে সাই সুদর্শনের সঙ্গে কথা বলতাম। ওকে বোঝাতাম যে এটা প্রথম টেস্টের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে হয়নি, এটা দলের স্বার্থে করা হচ্ছে। এই কথোপকথনটা, গোটা বিষয়টা বোঝানোটা খুব জরুরি।” এর পাশাপাশি ভারতীয় প্রাক্তনীর মতে যেহেতু বার্মিংহামের এজবাস্টনে সাধারণত ব্যাটিং সহায়ক পিচই দেখা যায়, তাই

ঘরোয়া বি ডিভিশন ফুটবলে আজালার গোলে নবোদয়কে হারালো পুলিস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে পেলো পুলিশ আর সি। নূন্যতম গোলে পরাজিত করলো নবোদয় সংঘকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত ‘সোনারতরী’ দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। সোমবার বিকেলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিযামে উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে পুলিশ পরাজিত করে নবোদয় সংঘকে। দু দলই খেতাবের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিল আগেই। ফলে দু দলের লক্ষ্য একটাই, জয় পেয়ে গ্রুপে উপরের দিকে উঠা। ফলে কোনও দলের ফুটবলারদের মধ্যে তেমন ভালো খেলার খিদে লক্ষ্য করা যায় নি। একসময় ম্যাচ কিছুটা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। অজস্র মিস পাশে ভরা ছিল ম্যাচটি। প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে দুদলের ফুটবলাররা আক্রমাত্মক ফুটবল খেলবে তেমন আশা করেছিলেন ফুটবল প্রেমীরা। কার্যত এর ছিটে ফোটাও লক্ষ্য করা যায়নি। খেলা তখন শেষের দিকে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছিলো। তখনই আক্রমণে গিয়ে গোল পেয়ে যায় পুলিশ। গোলটি করেন আজালা দেববর্মা। ম্যাচটি পরিচালনা করেন আদিত্য দেববর্মা। আসরে ৭ ম্যাচ খেলে পুলিশের পয়েন্ট ৭ এবং নবোদয় এর পয়েন্ট ৬।

বাসুদেব স্মৃতি ক্রিকেটের ফাইনাল বৃহস্পতিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য বাসুদেব সাহা স্মৃতি টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামী ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার দীঘালিয়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১১ ঘটিকায় এই খেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের কৃতি সন্তান প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার তাপস কুমার সিংহ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের উদীয়মান ক্রিকেট তারকা ও কোচ সম্রাট সিনহা।এছাড়াও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করবেন পার্থ প্রতিম আচার্য্য, বন্ধন দেববর্মা,নীল মোহন দেবনাথ, নিতাই চন্দ্র সাহা, শেফালী বিশ্বাস, মনোমোহন দেববর্মা, সভাপতিত্ব করবেন অসিত দাস।

জাডেজাকে নিশানা করেছিল ইংল্যান্ড?

হেডিংলেতে পঞ্চম দিন ভারত দ্বিতীয় নতুন বল পাওয়ার পর দুই ওভারেই খেলা শেষ করে দেয় ইংল্যান্ড। ব্যাটার জেমি স্মিথ নিশানা করেন রবীন্দ্র জাডেজাকে। তাঁর ওভারে একটা চার ও দুটো ছক্কা মেরে খেলা শেষ করে দেন তিনি। কেন তিনি জাডেজাকে নিশানা করেছিলেন, সেই কারণ জানালেন স্মিথ।

ভারত দ্বিতীয় নতুন বল পাওয়ার পর ইংল্যান্ডের জিততে দরকার ছিল ২২ রান। দুই ওভারে সেই রান তুলে নেয় ইংল্যান্ড। স্মিথ জানিয়েছেন, যাতে জসপ্রীত বুমরাহের সামনে পড়তে না হয় তার জন্য তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করেন তিনি। একটা ক্রিকেট ওয়েবসাইটে স্মিথ বলেন, “সেই সময় খুব বেশি রান দরকার ছিল না। তাই আমি ভেবেছিলাম, বুমরাহ হয়তো বল করবে না। কিন্তু ক্রিকেটে কিছু বলা যায় না। তাই আমি আগেই খেলা শেষ করতে চেয়েছিলাম।”

নতুন বল হাতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারতেন বুমরাহ। সেটা যাতে না হয় তার জন্য আগেই খেলা শেষ করার পরিকল্পনা করেছিলেন স্মিথ। তিনি বলেন, “ক্রিকেটে যা কিছু হতে পারে। আমাদের নীচের সারির ব্যাটারদের উপর ভরসা আছে। কিন্তু বুমরাহের কয়েকটা আউট উইকেট পড়ে গেলে চাপ হয়।

পারভেজের পক্ষে সওয়াল ব্লাডের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের গভর্নিং বডির সভার একটি সিদ্ধান্তের ব্লাড মাউথ ক্লাবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। রাজ্যের ফুটবলার পারভেজ ভূঁইয়াকে একটি ক্লাবের আবেদনের ভিত্তিতে একতরফা ভাবে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের গভর্নিং বডি। চলতি ফুটবল মরশুমে ফুটবলার পারভেজ ভূঁইয়া ব্লাড মাউথ ক্লাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ব্লাড মাউথ ক্লাব পারভেজ ভূঁইয়ার সিআরসির জন্য এআইএফএফ এর কাছে আবেদন জানাবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া চলাকালীন হঠাৎ করে রাজ্য ফুটবল সংস্থা পারভেজকে সাসপেন্ড করে দেওয়ায় ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষ থেকে ফুটবলার পারভেজের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

এই যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এক ভয়ানক সত্য সামনে চলে আসে। ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ফুটবলার পারভেজ ভূঁইয়া জানায় যে সাসপেন্ড করার আগে টি এফ এ কর্তৃপক্ষ পারভেজকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়নি। রাজ্যের অন্যতম কৃতি ফুটবলার পারভেজ ভূঁইয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সম্পূর্ণ একতরফা ভাবে একটি ক্লাবের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে সাসপেন্ড করেছে বলে সে জানতে পেরেছে। এমতাবস্থায় ব্লাড মাউথ ক্লাব বিস্ময় ব্যক্ত করেছে। একজন ফুটবলারের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কিভাবে একটি ক্লাবের নিছক একটি অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ ফুটবলারকে সাসপেন্ড করতে পারে। তাহলে কি গত ফুটবল মরশুম থেকে যেভাবে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ফুটবলার পারভেজ ভূঁইয়ার সাসপেনশনও একই চক্রান্তের অংশ বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। ব্লাড মাউথ ক্লাব কে আটকাতে গিয়ে পারভেজ ভূঁইয়ার মত রাজ্যের কৃতি ফুটবলারের ফুটবল জীবন ধংস করে দিতেও পিছুপা হচ্ছেনা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তা না হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে একজন ফুটবলারকে সাসপেন্ড করার নীতিহীন সিদ্ধান্ত অ্যাসোসিয়েশন কি করে নেয়? টি এফ এ কে অতিসত্বর এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাব।

বিলোনিয়া সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট জয়ী ওয়াইসিসি ও রাধানগর সি সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। মাঝে বেশ কয়েকদিন বিরতি থাকার পর পুনরায় শুরু হল বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দুটি ম্যাচ। আর এই ম্যাচ দুটিতে জয়ী হয় ওয়াই সি সি ও রাধানগর। দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় ওয়াইসিসি ও ঈশান চন্দ্রনগর। দুই দলের এই ম্যাচে এদিন ঈশান চন্দ্রনগর কে সাত উইকেটে পরাজিত করে ওয়াইসিসি। সকালে ঈশান চন্দ্রনগর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩০ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে মাত্র ৪১ রান। জয়ী দলের শিখা মল্লিক ও লক্ষী পালের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে ঈশান চন্দ্রনগরের কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই এক অংকের রানের গন্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয় দলের পাঁচজন ব্যাটসম্যান রানের খাতা পর্যন্ত খুলতে পারেনি। ফলে ওয়াই সি সির বোলারদের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে কার্যত যেন অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে ঈশান চন্দ্রনগরের ক্রিকেটাররা। জবাবে জয়ের জন্য ৪২ রানের টার্গেট নিয়ে ওয়াইসিসি ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫ ওভারে তিনজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান। তবে তাদের এই সহজ জয়কে আরো সহজ করে দেয় ঈশান চন্দ্র নগরের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ১৫ রান। জয়ী দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩ রান করে দীপা বিশ্বাস। এদিকে অপর ম্যাচে রাধানগরের বিরুদ্ধে লড়াই করে সোনাপুর। বৃষ্টি বিঘ্নিত এই ম্যাচে ডি আই এস ম্যাথডে ১৫ রানে জয় পেল রাধানগর। রাধানগর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৫ ওভারে অতিরিক্ত ২৬ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ৭০ রান। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৮ রান করে চম্পা ঘোষ। সোনাপুরের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি উইকেট নেয় দেবশ্রী মজুমদার। জবাবে জয়ের জন্য ৭১ রানের টার্গেট নিয়ে সোনাপুর ব্যাট করতে নেমে ৬ ওভারে চারজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে ১৩ রান। এরপরেই ম্যাচে থাবা বাসায় বৃষ্টি। অবশেষে নিয়ম অনুযায়ী ছয় ওভারে সোনাপুরের টার্গেট ছিল ২৯ রান।

কিন্তু তাদের সংগ্রহীত রান মাত্র ১৩ হওয়ায় ১৫ রানে জয় পেল রাধানগর।

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ ললিত মোদী

বম্বে হাই কোর্টে ধাক্কা খেয়ে এ বার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন ললিত মোদী। দেশের শীর্ষ আদালতে পিটিশন জমা দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে ১০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ‘ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট’-এর নিয়ম ভাঙায় এই জরিমানা করা হয়েছিল। সেই জরিমানার টাকা বোর্ডের কাছে দাবি করেছিলেন ললিত। সেই দাবি খারিজ করে বম্বে হাই কোর্ট। উল্টে তাঁকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করে আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে এ বার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন তিনি। ললিত তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন, যখন ইডি তাঁকে জরিমানা করে তখন তিনি বোর্ডের আধিকারিক। সেই কারণে, বোর্ডের সংবিধান অনুযায়ী সেই ক্ষতিপূরণ তাদেরই দিতে হবে। অর্থাৎ, জরিমানার টাকা বোর্ডকে মেটাতে হবে। এই একই আবেদন অবশ্য তিনি বম্বে হাই কোর্টেও করেছিলেন। সেখানে তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এখন দেখার শীর্ষ আদালত শুনানিতে কী বলে।

এর আগে ললিতের আবেদনের শুনানিতে বম্বে হাই কোর্টের দুই বিচারপতি এমএস সোনক ও জিতেন্দ্র জৈনের বেঞ্চ জানায়, ললিতের আবেদনের কোনও সত্যতা নেই। সম্পূর্ণ ভুল একটি আবেদন তিনি করেছেন। আদালতের সময় নষ্ট করা ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অসম্মানের জন্য জরিমানা করা হয় ললিতকে।

শুনানিতে ২০০৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের কথা তুলে ধরেন বিচারপতিরা। তাঁরা জানান, ভারতীয় সংবিধানের ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একটি স্বশাসিত সংস্থা। কোনও স্টেট-এর আওতায় পড়ে না। তাই যে অভিযোগ ললিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। এই আবেদনের উপর ভিত্তি করে বিসিসিআইকে কোনও নোটিস পাঠানো যায় না। ললিত যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল কোনও আবেদন না করেন সেই জন্য তাঁকে সতর্ক করে আদালত। তার পরেও সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন তিনি। ললিতই চালু করেছিলেন আইপিএল। পরে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে নির্বাসিত করে। দেশ ছেড়েও চলে যেতে হয় ললিতকে। কিন্তু এখনও ভারতীয় ক্রিকেটকে ভুলতে পারেননি ললিত। এর আগে আইপিএলের বড় নিলামের পরেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি তথা চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক এন শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ করেছিলেন তিনি। নিলাম থেকে শুরু করে আম্পায়ার, সব জায়গায় শ্রীনিবাসন গড়াপেটা করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন ললিত। বোর্ডের বিরুদ্ধেও আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

নিজেকেই এই ফর্ম্যাটের জন্য বেমানান মানেন, বলছেন স্মৃতি

নটিংহ্যাম: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শতরান হাঁকিয়েছেন স্মৃতি মন্ধানা। দলও জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু শতরান হাঁকানোই নয়। রেকর্ডও গড়েছেন বাঁহাতি ভারতীয় ওপেনার। তবে টি-টোয়েন্টি ফর্মাট নাকি তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের ফর্মাট না। তাই এই ফর্মাটে সেঞ্চুরি হাঁকাতে পারাটা স্পেশাল বলে মনে করছেন স্মৃতি।

৬২ বলে ১১২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন স্মৃতি। নিজের ইনিংসে ১৫টি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা হাঁকান ভারতীয় ওপেনার। স্মৃতি বলছেন, """"আমার জন্য এই সেঞ্চুরিটি সত্যিই খুব স্পেশাল। আমি এই ফর্মাটে এখনও নিজে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারিনি। নিজেকে প্রতিনিয়ত এই ফর্মাটের জন তৈরি করছি। আরও কীভাবে উন্নতি করা যায়স সেদিকেই আমার খেয়াল থাকে। সেখানে সেঞ্চুরি হাঁকাতে পারলাম, এটা খুবই ইতিবাচক দিক।""""

প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ২১০ রান বোর্ডে তুলেছিল। যা তাড়া করতে নেমে ১৪.৫ ওভারে ১১৩ রানে অল আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড শিবির। ভারতীয় দল ৯৭ রানে জয় ছিনিয়ে নেয়।

প্রথম ভারতীয় ও পঞ্চম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে তিন ফর্ম্যাটেই শতরান হাঁকানোর কৃতিত্ব গড়লেন স্মৃতি মান্ধানা। তিনি টেস্টে দুইটি এবং ওয়ান ডেতে আগেই ১১টি শতরান হাঁকিয়েছিলেন। এবার আন্তর্জাতিক বিশ ওভারের ক্রিকেটেও সেঞ্চুরি এল তাঁর ব্যাট থেকে। মাচের দিন টস হেরে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইংল্যান্ড ন্যাট সিভার-ব্রান্ট। ব্যাটে নেমে মান্ধানা ও শেফালি বর্মা শুরুটা বেশ ভালই করেন। শেফালিকে ডিআরএসের সুবাদে জীবনদানও পান। পাওয়ার প্লেতেই বিনা উইকেটে ৪৭ রান তোলে। তবে একদিকে মান্ধানা যেমন ভাল ছন্দে খেলছিলেন, অপরদিকে সেখানে শেফালিকে কিন্তু তেমন ছন্দ দেখাচ্ছিল না। শেষমেশ রান বাড়ানোর প্রচেষ্টায় মিড অফে ক্যাচ দিয়ে ২০ রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি। তবে তিন নম্বরে ব্যাটে নামা হরলীনের ক্ষেত্রে এমন কোনও সমস্যা হয়নি হরলীনের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন সাজঘর থেকেই সেট হয়ে নেমেছিলেন।

বর্তমান সরকার জনজাতি সহ রাজ্যবাসীর কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: জনজাতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যের পূর্ববর্তী সরকারগুলি জনজাতিদের কল্যাণে আন্তরিকভাবে পদক্ষেপ নেয়নি। বর্তমান সরকার জনজাতি সহ রাজ্যবাসীর কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ গোলকপুর টি.ই. হাইস্কুল প্রাঙ্গণে চন্ডিপুর ব্লকভিত্তিক প্রশাসনিক, স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, জনজাতিদের উন্নতির জন্যই ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অভিযানে জনজাতি অংশের বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন, সমাজের সব অংশের মানুষের উন্নয়ন হলেই সবকা সাথ, সবকা বিকাশের স্লোগান বাস্তব রূপ পাবে। রাজ্য সরকার এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সব অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে বলেই চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে ২০৪ টাকা করা হয়েছে। আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জিলা পরিষদ সদস্য বিমল কর, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিংহ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চন্ডিপুর ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয়া দাস।

চন্ডিপুর ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রত্যাশা নামে একটি নতুন বইয়ের আবরণ উন্মোচন করা হয়। ব্লকের উদ্যোগে ৮০ বছর বা তার অধিক বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপডেট করা হবে। আশাকর্মীদের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হবে। এই উদ্যোগের ফলে প্রবীণ নাগরিকগণ প্রশাসনিক পরিষেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগও পাবেন। আজ এই শিবিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আধার কার্ড আপডেট, পি.আর.টি.সি, এস.টি. সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রাণীপালকদের বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

মসজিদের দান বাক্স থেকে ২৫ হাজার টাকা চুরি

আগরতলা, ৩০ জুন : কাঁকড়াবন জামে মসজিদের দান বাক্স থেকে ২৫ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছে চোর। ওই ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মসজিদ কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের আনাচে কানাচে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে চুরির ঘটনা। রবিবার রাতে কাঁকড়াবন বাজার জামেদ মসজিদের দান বাক্স ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। সকালে মসজিদের ইমান আবদুল হাসিব মসজিদে প্রবেশ করতেই দেখতে পায় দান বাক্স ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই দেখে ইমানের সন্দেহ হয়। মসজিদ কমিটির সকলকে খবর দিলে সবাই মসজিদে ছুটে গিয়েছে এবং এই ঘটনায় সবাই মনে কৌতূহ সৃষ্টি হয়।

ইমানের বক্তব্য অনুসারে মসজিদের সাথেই রয়েছে পুলিশ স্টেশন রয়েছে বাজার থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চোরের দল চুরি করতে সক্ষম হয় মসজিদে দান বাক্সে প্রায় ২০ হাজার টাকার অধীন ছিল বলে ধারণা করা যাচ্ছে। গত দুই মাস আগে এই দান বক্সটি খোলা হয় দান বাক্স খোলায় প্রতি সময় ২০ হাজার এবং ২৫ হাজার টাকার অধিক থাকে বলে জানান ইমান সাহেব।

সিপাহীজলায় জেলাভিত্তিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহীজলা, ৩০ জুন: সোমবার সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। বিশ্রামগঞ্জ শচীন দেববর্মণ স্মৃতি কলা ক্ষেত্রে হয় মূল অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তার রচিত "আনন্দমঠ" উপন্যাস তৎকালীন সময়ে সমাজে বেশ নাড়া দিয়েছিল। নব প্রজন্মকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার পরামর্শ দেন।

মুখ্য আলোচকের ভাষণে প্রাবন্ধিক মিঠুন রায় বলেন, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ দেশীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ বরাবরই তার রচনায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন।তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাস নিয়েও আলোচনা করেন।তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য প্রতিভা নিয়েও বিশদ ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা সাগরিকা দেববর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের ওএসডি এন্টনি দেববর্মা প্রমুখ। এ উপলক্ষে বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দের পুরস্কৃত করা হয়।

সরকারের উন্নয়নের মূল মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: রাজ্যের বর্তমান সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস এই মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার জন্য সরকার সকল অংশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছে। আজ করবুকে সাব ট্রেজারির উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। অর্থমন্ত্রী এছাড়াও এদিন করবুক ব্লকভিত্তিক ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সচেতনতামূলক শিবিরের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৯টি ট্রেজারি এবং ১৪টি সাব ট্রেজারি রয়েছে। আজ করবুকে সাব ট্রেজারির উদ্বোধনের পর রাজ্যে সাব ট্রেজারির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫টি। রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি স্বচ্ছতার সাথে প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিত্যনতুন তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চলছে। আজকের এই সাব ট্রেজারির উদ্বোধনের ফলে সরকারের সব প্রকল্পের সুবিধা দ্রুততার সঙ্গে সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতি অংশের জনগণের কল্যানের স্বার্থে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষতা অভিযান শুরু করা হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৮-৭টি জনজাতি পরিবার উপকৃত হবে। এই অভিযানের মাধ্যমে জনজাতি অংশের জনগণ নানা সরকারি সুযোগ সুবিধাও পাবেন। অনুষ্ঠানে গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় বলেন, সাব ট্রেজারির উদ্বোধন করবুক মহকুমার জনা একটি নতুন পালক যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে করবুকে সরকারি অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। তিনি বলেন, ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের মাধ্যমে জনজাতি অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন ঘটবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক সঞ্জয়মানিক ত্রিপুরা, ট্রেজারি এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের অধিকর্তা আকিঞ্চন সরকার, গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য্য। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করবুক বিএসি"র ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা, শিলাছড়ি বিএসি"র চেয়ারম্যান টি মগ, করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং, স্বাস্থ্য দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক ধনমনি ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন সার্টিফিকেট সহ নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালিত হয়।

৭ দফা দাবিতে শ্রম দপ্তরে গণডেপুটেশন প্রদান করলো ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সাত দফা দাবিতে সোমবার শ্রম দপ্তরে গণ ডেপুটেশন ও গণধর্ণা সংগঠিত করে। তাদের দাবিগুলি হল,মূল্য বৃদ্ধির সথে সঙ্গতি রেখে ১৯ কেজি পাতা তোলার -নিরিখের ভিতিতে ২৫০ টাকা ন্যূনতম মজুরী দিতে হবে।চা অমিকদের সরকারী দায়িত্বে বাসগৃহ নির্মান করে দিতে হবে। মালিকদের দায়িত্বে বাসগৃহ সংস্কার করতে হবে। অবিলম্বে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক পরিবার কে ৩ গন্ডা করে বাস ভূমির জায়গার পাট্টা দিতে হবে। শ্রমিকদের অবসরের পর আইন অনুযায়ী ইপি-এফ,-গ্রেচুয়িটি সহ অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ সময় মত মিটিয়ে দিতে হবে। শম দপ্তরে ই-পি-অফের টাকা সঠিক সময়ে পাওয়ার জন্য শ্রমিকদের সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।টি-ডি-ডি-সি ও সমবায়ের বাগান গুলিতে লুটের বানিজ বন্ধ করতে হবে। বাগিচা আইন অনুযায়ী অনুযায় বাগানের জায়গা অন্য কাজে ল্যাবহার করা চলবে না, কিংবা বিক্রি করা যাবেনা। বাগানগুলিতে দলবাজি বন্ধ করে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিরে আনতে হবে।

বামুটিয়া কালিবাজারস্থিত গুন্ডিচা মন্দিরে রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: বামুটিয়া, রাংগুটিয়া গৌর নিতাই সংঘ আয়োজিত প্রথমবারের মতো রথযাত্রা মহোৎসব, যার উদ্বোধন করেছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ঐদিন রথে চালিয়ে ভগবানকে কালিবাজারস্থিত নাটমন্দিরে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দির নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে গুন্ডিচা মন্দিরে ধর্মীয় রীতি নীতি মেনে চলছে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান।

উক্ত অনুষ্ঠানে পর্যায় ক্রমে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবান দাস, টিটিডিসির চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল , বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস, আসার কথা আছে আগরতলা পৌরপরিষদের মেয়র দীপক মজুমদার, টিঙ্কু রায়, সুশান্ত চোধুরী, সুধাশু দাস, রতনলাল নাথ প্রমুখ।

মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মন্দির সভাপতি তপ্ত কাঞ্চন দাস (তাপস দেব) জানিয়েছেন আগামী ১ লা জুলাই হেরা পঞ্চমী উপলক্ষে কালীর বাজারে গুন্ডিচা মন্দিরে সকাল ৯ টা থেকে শুরু হবে নৃসিংহ যজ্ঞ, কীর্তন মেলা, এবং মহাপ্রসাদ। প্রসাদ দেওয়া হবে বেলা ২ টা থেকে। উক্ত দিনে এলাকার সমস্ত ধর্মপ্রাণ ভক্ত দের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। এদিকে রথযাত্রাকে ঘিরে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী উপস্থিত থেকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করছেন গীতা প্রবচন শুনছেন। নারী-পুরুষ বৃদ্ধ শিশু মহিলা সমস্ত শ্রেণীর ভক্তদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান মঞ্চ কৃষ্ণময় হয়ে উঠছে। কৃষ্ণ ভক্তদের অভিমত এরকম অনুষ্ঠানে সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসার হবে। তাই সাধারণ জনগণের দাবী এরকম অনুষ্ঠান যাতে মাঝেমধ্যে হয়।

বহি: রাজ্যের লরি থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ জুন: প্রচুর গাঁজা আটক করে সাফল্য পেলো কমলপুর থানা। রবিবার গভীর রাতে কমলপুর - কুমারঘাট ২০৮ নং জাতীয় সড়কের কমলপুর থানার দুর্গা চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে পুলিশ প্রতিদিনের ন্যায় চেকিং করতে গিয়ে ডাব্লিউ বি - ১১ সি - ৬০৭৮ নম্বরের পন্যবাহী লরি সহ চালক রবি কুমারকে আটক করে থানার ওসি ও মহকুমার পুলিশ আধিকারিককে খবর দেয়।

সোমবার সকালে কমলপুর ডিসিএম সহ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই পন্যবাহী লরির বিভিন্ন গোপন জায়গা থেকে ৩১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। বাজার মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। এবিষয়ে কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা কর্মসুচীর অঙ্গ হিসাবে আজ সকালে দুর্গা চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে পন্যবাহী লরি সহ চালক রবি কুমারকে আটক করে ৩১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। চালকের বাড়ি বিহার রাজ্যে। তার বিরোধী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।।

বিএমএস- এর গোষ্ঠী কোন্দলে ফের উত্তপ্ত ধর্মনগর, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুন: দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা ধর্মনগর বিএমএস- এর গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে প্রায়শই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ধর্মনগর শহর।

ধর্মনগর বিএমএস এর লাগাম দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চললেও বিএমএস-র ঊর্ধতন নেতৃত্বরা উক্ত সমস্যার সুষ্ঠ কোন সমাধানে এখনো অব্দি পৌঁছাতে পারেনি। আজ ফের বিএমএস- র গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত ধর্মনগর।

আজ এর পুনরাবৃত্তি ঘটল আবারও ধর্মনগর বিএমএস-র দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে মহকুমার বিভিন্ন শহরতলীর অঞ্চল। হামলা পাল্টা হামলা চলে বাড়িঘরে, দোকান পাটে, হোটেলে, সরকারি কমিউনিটি হলে। সকাল থেকেই রণক্ষেত্রের রূপ নেয় ধর্মনগর শহর, হাতে লাঠি, লোহার রড, দা, নিয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে দুষ্কৃতীরা শহরের অধিকাংশ অঞ্চল দখল নিয়ে নেয়। গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ দেখা গেছে সাধারণের মধ্যে।

এদিকে ধর্মনগর বিএমএস এর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শহরজুড়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, এবং সাধারণ মানুষ ভয়ে তটস্থ, অচিরে ধর্মনগর আরক্ষা প্রশাসন যদি এই উদ্ভব পরিস্থিতি শক্ত হাতে মোকাবেলা করে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে পরবর্তীতে দুই গুষ্টির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রাণহানির আশঙ্কার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

উপরাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ প্রদ্যোতের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : নয়াদিল্লিতে উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের। তার সাথে উপস্থিত ছিলেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ লেখেন, নয়াদিল্লি উপরাষ্ট্রপতি ভবনে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতি আমাদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং প্রতিবেশী দেশগুলি সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান রয়েছে।

আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত সাংবাদিকদের পরিবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত সাংবাদিকদের পরিবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সোমবার দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবে আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাংবাদিক পরিবারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছেলে-মেয়েদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা মোট ১৬ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে এই সংবর্ধনা স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়েছে। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক সুবল কুমার দে, শেখর দত্ত, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, চিত্রা রায় সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে প্রথমবারের মতো এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় অভিভাবক মহল সহ প্রত্যেকেই প্রেস ক্লাবের এ ধরনের কাজকর্মের ভুয়সি প্রশংসা করেছেন।

সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে হবে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ খোয়াই নতুন টাউন হলে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী আনিমেষ দেববর্মা বলেন, ১৯৭৫ সালে ২৫ জুন দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল। এর ফলে দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করা হয়েছিল। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে হবে। তবেই ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে। পাশাপাশি পিছিয়েপড়া মানুষের জন্য যেসমস্ত অধিকার রয়েছে সেগুলির সম্পর্কেও সাধারণ জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে।অনুষ্ঠানে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, সংবিধানের অধিকার ও সংবিধান রক্ষায় সকল অংশের মানুষকে সচেতন হতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, পুলিশ সুপার রণদিত্য দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির অয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ, আশাকর্মীগণ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

নির্মীয়মাণ নেশা মুক্তি কেন্দ্র থেকে রড-সিমেন্ট চুরি: আটক ২

বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ জুন: বিশ্রামগঞ্জে নির্মীয়মাণ সরকারি নেশা মুক্তি কেন্দ্র থেকে রড, সিমেন্ট ও পাথর চুরির অভিযোগে দীর্ঘ তিন মাস পর দুই মূল অভিযুক্তকে আটক করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই দুই ভাই রাজ্যের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হলো পঙ্কজ দাস এবং তার কাকাতো ভাই তাপস দাস। তাদের বাড়ি মেলাঘরের পালপাড়া এলাকায়। সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিস কমপ্লেক্সের পেছনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল ২০০ শয্যাবিশিষ্ট এই সরকারি নেশা মুক্তি কেন্দ্রের।

তিন মাস আগে এই কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সরকারি ঠিকাদার স্বপন চন্দ্র দে এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মেলাঘরের পঙ্কজ দাসকে সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। অভিযোগ, এই পঙ্কজ দাসই শ্যাম স্টিল কোম্পানির ১০ টন রড, ২৫০ বস্তা স্টার সিমেন্ট এবং ৬০০ ফুট পাথর চুরি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। চুরির মাল দিয়ে তারা একটি বিশাল বড় বিল্ডিং তৈরি করছিল।

ঠিকাদার স্বপন চন্দ্র দে-র সন্দেহ হলে এবং পুলিশের তৎপরতায় পঙ্কজের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এর প্রেক্ষিতে ঠিকাদার স্বপন চন্দ্র দে তিন মাস আগে বিশ্রামগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকেই পঙ্কজ দাস ও তাপস দাস পলাতক ছিল।

তারা প্রথমে অতিরিক্ত সেশন কোর্টে জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। এরপর উচ্চ আদালতেও তাদের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। মামলা হওয়ার পরপরই বিশ্রামগঞ্জ থানা এবং মেলাঘর থানা পুলিশ পঙ্কজ দাস ও তাপস দাসের বাড়ি থেকে ৮ হাজার ৮০০ কেজি রড এবং ৪০০ ফুট পাথর উদ্ধার করে। তবে সিমেন্টগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি সুবিমল দেবনাথের নেতৃত্বে সোমবার দুপুরে পুলিশ বিশ্রামগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে হানা দেয়। সেখানেই রাজ্যের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে পঙ্কজ দাস ও তাপস দাসকে আটক করা হয়।

বিশ্রমগঞ্জ থানার ওসি সুবিমল দেবনাথ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ধৃতদের পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে বিশালগড় মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং সরকারি জিনিসগুলো কোথায় বিক্রি করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে দিল, আইনের হাত থেকে সাময়িকভাবে পালিয়ে বাঁচা গেলেও বেশিদিন পালিয়ে থাকা যায় না। আইনের হাত অনেক লম্বা, এবং একদিন না একদিন আইনের জালে ধরা পড়তেই হয়। তিন মাস পালিয়ে থাকার পর অবশেষে পুলিশের হাতে আটক হওয়ায় সরকারি ঠিকাদার স্বপন চন্দ্র দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

পড়ুয়ারাই খুলছে স্কুলের তালা

চড়িলামের বড়জলা পূর্ব পাড়া জেবি স্কুলে চরম গাফিলতি

চড়িলাম, ৩০ জুন: শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এক নজিরবিহীন ঘটনা সামনে এল চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন বড়জলা পূর্ব পাড়া ওয়ার্ড নং ৩ জেবি স্কুলে। মাসের এক তারিখে বেতন পাওয়ার পরও শিক্ষকরা সময়মতো স্কুলে আসছেন না, যার ফলে কচিকাঁচা পড়ুয়ারাই স্কুলের তালা খুলতে বাধ্য হচ্ছে। খোদ সংবাদ প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে গিয়ে এই অবাক করা দৃশ্য দেখেছেন।

সোমবার সকালে দেখা যায়, যখন স্কুলের গেটে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন তাদের বদলে স্কুলের তালা খুলতে এগিয়ে আসে কয়েকজন শিক্ষার্থী। অভিযোগ উঠেছে, স্কুলের ইনচার্জ মনিভূষণ সরকার নিয়মিত দেরিতে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাবু' গল্পের বাবুর মতো তিনি 'হেলতে দুলতে' অনেক দেরিতে স্কুলে পৌঁছান। স্থানীয়দের অভিযোগ, তার কাছে শিশুদের শিক্ষাদান নয়, বরং মিড ডে মিলের খাওয়া থেকে কমিশনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই স্কুলে মোট তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২৪ জন শিক্ষার্থী এখানে পড়াশোনা করে। তবে, অন্য দুই শিক্ষকের গাফিলতির মধ্যেও একজন শিক্ষিকা, মমতা দেবনাথ, তার আন্তরিকতা ও সময়নিষ্ঠার জন্য গ্রামবাসীদের কাছে প্রশংসিত। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, মমতা দেবনাথ প্রতিদিন সময়মতো স্কুলে আসার চেষ্টা করেন।

সংবাদ প্রতিনিধির অনুসন্ধানে জানা গেছে, পাহাড়ি এলাকার বহু সরকারি স্কুলেরই একই দশা। শিক্ষানুরাগীরা দ্রুত এই ফাঁকিবাজ ইনচার্জ মনিভূষণ সরকার এবং অন্য অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শককে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশাকে কলঙ্কিত করা এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরি।

দুর্ঘটনায় আহত দলীয় নেতৃত্বের বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ জুন: সোমবার দুপুর ১২ টা নাগাদ খোয়াই বিধানসভার ৩ নং বুথ এলাকায় কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব প্রদ্যুৎ বিশ্বাসের বাড়িতে উনার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে আসেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব প্রদ্যুৎ বিশ্বাসের বাড়িতে উনার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে উনার বাড়িতে আসেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। বিগত কয়েকদিন আগে বাইক দুর্ঘটনায় কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রদ্যুৎ বিশ্বাস এবং ওনার স্ত্রী আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উনার বাড়িতে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। এদিন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

কাঁঠালিয়া বাজারে লিফলেট বিলি কংগ্রেস নেতাকর্মীদের

আগরতলা, ৩০ জুন : কাঁঠালিয়া বাজারে ১৮ দাবি সম্বলিত একটি লিফলেট ছাফিয়ে দোকানে দোকানে বিলি করেছেন। স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রায় চার শতাধিক মানুষের হাতে তুলে দেন এই সমস্ত ইস্যু ভিত্তিক অর্থাৎ(মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির" মন কি বাত") লিখিত লিফলেট।

এই সময়তে সংবাদকর্মীকে কাছে পেয়ে কংগ্রেস দলীয় নেতা কর্মীরা একান্ত সাক্ষাতে বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি, মর্যাদা বিপন্নকারী ও দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনের আর্থ সামাজিক সংকট সৃষ্টিকারী মোদি ও বিজেপি সরকারের শাসনের অবসান ঘটানো আশু প্রয়োজন। মোদি- বিজেপি সরকারকে সরাতে দেশের অখন্ডতা ঐক্য সংহতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ও অগ্রগতির ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ একতাবদ্ধ হওয়ার ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas